

## ‘পুরনো লিস্টে নতুন করে ভোটের ব্যবস্থা করতে হবে’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে প্রেফতার করতাই হবে! নির্বাচন কমিশনের বিরোধ নিয়ে যে খবর প্রকাশে এসেছে সেই ইস্যুতে স্পষ্ট দাবি রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বুধবার কেসবুক ডিভিও বার্তায় তিনি কমিশনের ঘটনা নিয়ে সর্বব হন। একাধিক ইস্যুতে মুখা নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে বাকি দুই কমিশনারের বিবাদ হয়েছিল বলে খবর এসেছে। সেই নিয়ে এখন তোলপাড় দেশ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই প্রেক্ষিতে দাবি, একমাত্র বিজেপির হয়ে কাজ করাই নির্বাচন কমিশনের মূল লক্ষ্য। আর



আজ সেটিই গোটা দেশের সামনে বেরাক হয়ে গেছে। মমতার দাবি, সর্বপ্রথম তাঁরাই এমন আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন এবং জ্ঞানেশ কুমারের ইমপিচমেন্ট চেয়েও চিঠিও দিয়েছিলেন। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। কমিশন সংক্রান্ত ইস্যুতে আরও বড় দাবি করেন মমতা। তিনি পরিস্কার করে জানান, জ্ঞানেশ কুমারের জন্যই বিজেপি ২০২৪-এ জিতেছে, ২০২৫ ও ২০২৬-এ যত ভোট হয়েছে তাতেও কমিশনের জন্যই জয় পেয়েছে তারা। এমনকী ২৬-এর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভোটেও কমিশনের সাহায্যে লুট করে বিজেপি জয় পেয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। তাই মমতার দাবি, যে রাজ্যগুলিতে বিজেপি জিতেছে, সেই রাজ্যগুলিতে আরও পুরনো ভোটার তালিকায় ফের ভোটের ব্যবস্থা করতে হবে। নির্বাচন কমিশনের তথ্যগ্রন্থিত শাখার ডিভাইজি পদে থাকা সীমা থ্যা ও কমিশনের ক্রটিপূর্ণ সফটওয়্যারের ভূমিকা নিয়েও এখন চর্চা শুরু হয়েছে। সে নিয়েও সর্বব হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, কাউন্টিং

● এরপর ৬ পাতায়...

## নরেন্দ্রপুর মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ বর্তমান সময়ে সাইবার অপরাধের অন্যতম ভয়ংকর রূপ হলো ‘ডিজিটাল অ্যারেস্ট’। পুলিশ বা সরকারি আধিকারিক সেজে ডিভিও কলের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে গৃহবন্দি করে রেখে টাকা হাতানোর এই রমরমা কারাবারে এ বার আরও কড়া পদক্ষেপ করল কলকাতা হাইকোর্ট। নরেন্দ্রপুরের একটি বহু আলোচিত মামলায় প্রায় ২.৬৬ কোটি টাকার এই প্রতারণার ঘটনায় সরাসরি সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিল আদালত। শুধু তাই নয়, আগামী সাত দিনের মধ্যে এই মামলার সমস্ত নথিপত্র কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার জন্য রাজ্য পুলিশকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে জয়শ্রী রামকৃষ্ণ ও অন্য এক আবেদনকারীর দায়ের করা মামলার সুনানি ছিল। আবেদনকারীদের মূল অভিযোগ, নিখুঁত হকে তাঁদের ‘ডিজিটাল অ্যারেস্ট’-এর ফাঁদে ফেলা হয়েছিল। নিজেদের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সংস্থার আধিকারিক পরিচয় দিয়ে সাইবার অপরাধীরা তাঁদের দীর্ঘক্ষণ ডিজিটাল মাধ্যমে আটকে রেখে নানা ভয়ভীতি দেখায়। এই হেনস্তার মুখে পড়ে সর্বশাস্ত হন আবেদনকারীরা। তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে দফায় দফায় মোট প্রায় ২ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। এই মামলার সুনানিতে আবেদনকারীদের আইনজীবীরা আদালতের নজরে আনেন যে, দেশজুড়ে যেভাবে ডিজিটাল অ্যারেস্টের ঘটনা ঘটছে, তাতে এই ধরনের গুরুতর প্রতারণার

● এরপর ৬ পাতায়...

## জনস্বার্থ মামলা নিয়ে বিরক্ত কলকাতা হাইকোর্ট!

## তথ্য না থাকলেই ১০ লক্ষ টাকা জরিমানার কড়া হুঁশিয়ারি



নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ গুচ্ছ গুচ্ছ ভূয়ো বা তথ্যহীন জনস্বার্থ মামলা দায়েরের প্রবণতা নিয়ে বেজায় বিরক্ত কলকাতা হাইকোর্ট। যথার্থ তথ্য ও প্রমাণ ছাড়া জনস্বার্থের তকমা লাগিয়ে মামলা করলে এ বার থেকে সরাসরি ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানার হুঁশিয়ারি দিল আদালত। বুধবার হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র বি ঘুগে এবং বিচারপতি ওম নারায়ণ রাইয়ের ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, এই ধরনের খামখেয়ালি মামলার জেরে জনস্বার্থ মামলার আল উদ্দেশ্যই আজ বিপন্ন। এ দিন সুনানির শুরুতেই পর পর বেশ কয়েকটি জনস্বার্থ মামলা খারিজ করে দেয় ডিভিশন বেঞ্চ। আদালতের কড়া পর্যবেক্ষণ, জনস্বার্থ মামলা মানেই খামখেয়ালিপনা নয়। এই ধরনের মামলা দায়ের করার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম ও আইনি পরিকাঠামো রয়েছে।

### ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ধর্মঘট!

## গ্রাহক ভোগান্তি কমাতে এই রবিবার খোলা থাকবে ব্যাঙ্ক



সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ দেশজুড়ে প্রস্তাবিত তিন দিনের ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের আগে বিশেষ পদক্ষেপ করল কেন্দ্র। আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর, রবিবার, দেশের সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্ক এবং আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কের শাখা খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গ্রাহকদের ব্যাঙ্ক পরিষেবা যাতে দীর্ঘ সময় ব্যাহত না হয়, সেই লক্ষ্যেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদন নিয়েই এই সিদ্ধান্ত। ইউনাইটেড ফেরাম অব ব্যাঙ্ক ইউনিয়নস বা ইউএফবিইউ-এর ডাকে ২৮ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর দেশজুড়ে তিন দিনের ধর্মঘটের কথা রয়েছে। মূল দাবি, ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে পাঁচ দিনের কর্মসপ্তাহ চালু করা। ২২ সেপ্টেম্বরের বৈঠকের পরেও দাবি নিয়ে সমাধান না হওয়ায় ধর্মঘট প্রত্যাহার করেনি ইউনিয়নগুলি। ফলে ২৮, ২৯ এবং ৩০ সেপ্টেম্বর ধর্মঘট হওয়ার কথা। সমস্যা তৈরি হয়েছে ধর্মঘটের ঠিক আগের দু’দিন ঘিরে। ২৬ সেপ্টেম্বর শনিবার এবং ২৭ সেপ্টেম্বর রবিবার হওয়ায় স্বাভাবিক নিয়মেই শাখাভিত্তিক পরিষেবা বন্ধ থাকার কথা ছিল। তার পর ২৮ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ধর্মঘট। ফলে সাধারণ গ্রাহক এবং ব্যবসায়ীদের জন্য টানা পাঁচ দিন শাখায় গিয়ে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ত। কেন্দ্রের বক্তব্য, এই পরিস্থিতিতে রবিবার শাখা খোলা রাখলে ধর্মঘটের আগে জরুরি কাজ সেরে নেওয়ার সুযোগ পাবেন গ্রাহকরা। ২৭ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্ক এবং আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কের সাধারণ শাখাগুলি খোলা থাকবে। প্রশাসনিক অফিস এবং ক্যাসেলি চেস্টগুলিও সচল রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ব্যাঙ্কগুলিকে গ্রাহকদের প্রয়োজনীয় পরিষেবা দেওয়ার পাশাপাশি এটিএমে পর্যাপ্ত নগদ রাখার ব্যবস্থাও করতে বলেছে মন্ত্রক। তবে ২৮

● এরপর ৬ পাতায়...

## মেঘালয়ে বড় রাজনৈতিক পটপরিবর্তন বিজেপিতে যোগ দিলেন ইউডিপি'র ৮ বিধায়ক

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ দেশের উত্তর-পূর্বের গুরুত্বপূর্ণ পাহাড়ি রাজ্য মেঘালয়ে এক ধাক্কায় বদলে গেল রাজনৈতিক সমীকরণ। দীর্ঘ জঙ্গনা আর গোপন বৈঠকের অবসান ঘটিয়ে অবশেষে একযোগে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দিলেন ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক পার্টি বা ইউডিপি-র আট জন বিধায়ক। বুধবার নয়াদিল্লিতে বিজেপির কেন্দ্রীয়

আট জন বিধায়ক ইউডিপি ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা আমলাদেরের বিধায়ক লালবেন রিন্থুই এবং খলিঘট্রিয়াটের বিধায়ক কিরমেন শিল্লা। এ ছাড়াও রয়েছেন ওলান সিং সুইন (মোগসিনমার), ম্যাথিউ বেরনস্টার করবাহ (মোগসিনমার), মায়ারলার সিয়েম (নংপোহ), পিউস মারউইন (রানিকোর), সিনসার থাবাহ



কার্যালয়ে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে পদাধিবিবের নাম লেগান এই হেতিওয়েট নেতার। এই রাজনৈতিক পটপরিবর্তন উত্তর-পূর্ব ভারতের এই রাজ্যের রাজনীতিতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। দিল্লিতে বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র সম্বিত পাত্রের উপস্থিতিতে সাংবাদিক বৈঠক করে এই দলবদলের ঘোষণা করা হয়। যে

(সোহিল) এবং বালাজি সিনমের (শেল্লা)-এর মতো প্রভাবশালী নেতারা। গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই মেঘালয়ের রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন চলছিল। রাজ্য সরকারের ভবিষ্যৎ এবং স্থানীয় বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে দলের এই বিধায়কদের সঙ্গে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের দফায় দফায় আলোচনাও হয়েছিল। গত ১২ সেপ্টেম্বরই প্রাক্তন বিধায়ক তথা

● এরপর ৬ পাতায়...

## ৩১ কোটির নিষিদ্ধ কাফ-সিরাপে বুলডোজার চালালেন মুখ্যমন্ত্রী

## ‘নেশামুক্ত পশ্চিমবঙ্গ’ গড়ার ডাক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ রাজ্যকে সম্পূর্ণ মাদক মুক্ত করতে বড়সড় ও নজিরবিহীন পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার। প্রায় ৬ লক্ষ ১০ হাজার বেসাইনিন ও নিষিদ্ধ কাফ সিরাপের বোতল প্রকাশ্যে নষ্ট করার মাধ্যমে মাদক কারবারিদের বিরুদ্ধে রণচক্কার দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। উদ্ধার হওয়া এই বিপুল পরিমাণ কাফ সিরাপের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৩১ কোটি টাকা।

জানান, মাদক মালমার তদন্ত থেকে শুরু করে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত চার্জশিট পেশ ও সাজা নিশ্চিত করার প্রক্রিয়ায় তদন্তকারী

পর্যালোচনার উল্লেখ করতে গিয়ে দক্ষিণ দিনাজপুরের হরিরামপুরের একটি অবৈধ কাফ সিরাপ চক্রের তথ্য সামনে আনেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি

সিরাপের ব্যবসা পরিচালনা করবে না। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে তিনি এও জানান, দক্ষিণ দিনাজপুরে পুলিশ প্রশাসনের



আধিকারিকদের আইনি ভূমিকা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের পূর্ণ অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। এর ফলে এখন থেকে স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স আরও হাতখুলে ও স্বাধীনভাবে পদক্ষেপ করতে পারবে। প্রশাসনিক

জানান, পুলিশের ধারাবাহিক চাপের মুখে পড়ে হরিরামপুরের সর্বাঙ্গীষ্ট কফ সিরাপ প্রস্তুতকারী বা সরবরাহকারী সংস্থাটি লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, তারা ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গে কোনও নিষিদ্ধ বা বেসাইনিন কফ

তৎপরতায় সম্প্রতি প্রায় ২ লক্ষ বোতল কোর্ডিন যুক্ত অবৈধ কাশির সিরাপ বাজেয়াপ্ত করে ধ্বংস করা হয়েছে। অভিযানের পরেই প্রস্তুতকারক সংস্থা ল্যাবরেট ফার্মাসিউটিক্যালস ইন্ডিয়া লিমিটেড।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে এই রাজ্যে তাদের ‘এসকাফ কাফ সিরাপ’ বিক্রি বন্ধ করার অঙ্গীকার করেছে এবং ইতিমধ্যেই স্থানীয় ডিপোয় মজুত করে রাখা সমস্ত মাল ফিরিয়ে নেওয়ার বন্দোবস্ত করছে। এই প্রেক্ষিতে তাঁর স্পষ্ট বার্তা, অবৈধ মাদক ও মাদক পাচারের বিরুদ্ধে আমাদের আপোষহীন ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি অব্যাহত থাকবে। কেবল একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে অভিযান চালিয়েই এই লড়াই শেষ হচ্ছে না বলে সতর্কবার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রতিবেশী রাজ্য কিংবা আন্তর্জাতিক সীমান্ত পার হয়ে যাতে কোনও মাদক বা অবৈধ কফ সিরাপের চালান পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করতে না পারে, তার জন্য বিএসএফ-এর সঙ্গে সমন্বয় আরও জোরদার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তরুণ ও যুবসমাজকে মাদকের মরণফাঁদ থেকে রক্ষা করাই এই সরকারের মূল আগ্রহিকার বলে পুনর্ব্যক্ত করেন তিনি।

## নির্বাচন কমিশনে বিস্ফোরক মতবিরোধ!

## ‘ভিন্নমত স্বাভাবিক, তবে সব সিদ্ধান্তই সর্বসম্মতভাবে গৃহীত’

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ নির্বাচন কমিশনের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে কমিশনের অন্তরে গুরুতর মতবিরোধ তৈরি হওয়া নিয়ে যে রিপোর্ট প্রকাশে এসেছে তা এককথায় নস্যাত করল নির্বাচন কমিশন। তাঁদের তরফে স্পষ্ট জানানো হল, অভ্যন্তরীণ ভিন্নমত স্বাভাবিক তবে সব সিদ্ধান্তই সর্বসম্মতিক্রমে নেওয়া হয়। বিতর্ক সৃষ্টি হওয়ায় একটি বিবৃতি জারি করেছে নির্বাচন কমিশন। তাতে পরিষ্কার করে জানানো হয়েছে, এটি একটি বহু-সদস্য বিশিষ্ট সাংবিধানিক সংস্থা, তাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আধিকারিক ও কমিশনারদের মধ্যে মতপার্থক্য বা ভিন্ন মতামত উঠে আসা গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের এক স্বাভাবিক ও গঠনমূলক প্রক্রিয়ামাত্র। তবে বিগত বছরগুলিতে কমিশনের যাবতীয়

## বিতর্ক এড়িয়ে পাল্টা বিবৃতি নির্বাচন কমিশনের



গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবেই গৃহীত হয়েছে। এক্ষেত্রে কমিশনের পাল্টা দাবি, সংবাদমাধ্যমের একাংশে আংশিক তথ্য তুলে ধরে

বিব্রান্তি তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কমিশন নিজেদের বিবৃতিতে স্পষ্ট করেছে যে, সংশ্লিষ্ট আইনি ধারা মেনেই নির্বাচন কমিশন সমস্ত

সিদ্ধান্ত ও প্রশাসনিক নির্দেশ জারি করে থাকে। বিগত ১০ মাসের কোটি কোটি নির্দেশের মধ্যে দু-একটি নির্দিষ্ট মন্তব্যকে আলাদা করে তুলে ধরে বিভ্রান্তি তৈরি করা হচ্ছে, যা সামগ্রিক প্রক্রিয়ার একটি অত্যন্ত আংশিক চিত্র মাত্র। তাঁদের ব্যাখ্যা, গত কয়েক মাসে এসআইআর সহ প্রায় ৪০টি নতুন উদ্যোগ ও নির্বাচনী সংস্কার বাস্তবায়িত হয়েছে। বিগত এক বছরে ফুল কমিশনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তেই এসব বাস্তবায়নের পাশাপাশি কেরল, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, অসম, বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের মতো একাধিক রাজ্যে সফলভাবে হেপাট পরিচালনা করা সম্ভব হয়েছে। প্রসঙ্গত, দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-এর তদন্তমূলক প্রতিবেদনে উঠে এসেছিল যে, ভোটার তালিকায় নাম তোলা থেকে নাম বাদ দেওয়া, নতুন ভোটারের

● এরপর ৬ পাতায়...

## ‘বাংলার অভিশাপ লেগেছে, সারা দেশে বিজেপির অবস্থা খারাপ’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ জাতীয় নির্বাচন কমিশনের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে কমিশনের অন্তরে গুরুতর মতবিরোধের খবর সামনে এসেছে। আর সেই নিয়ে এখন তোলপাড় দেশ। বিরোধী রাজনৈতিক শিবির থেকে একের পর এক তোগ দাগা হচ্ছে বিজেপি সরকারের দিকে। এই অবহে ঘোষণে চিকিৎসা করিয়ে বিদেশ থেকে দেশে ফিরেই নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করলেন মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর খোঁচা, ‘বাংলার মানুষের অভিশাপ লেগেছে।’ ভোটার তালিকায় নাম তোলা থেকে নাম বাদ দেওয়া, নতুন ভোটারের ফর্ম পূরণ, ভোটার-তথ্যের নিয়ন্ত্রণ, এমনকী পশ্চিমবঙ্গে ভোটারের নাম পুনর্বহাল নিয়ে আপিল - সব নিয়েই কমিশনের সদস্যের মধ্যে মতবিরোধ

## চিকিৎসার পর শহরে ফিরেই কমিশন ইস্যুতে অভিষেক



অভিষেকের কথায়, ‘যদি প্রধানমন্ত্রীর পছন্দের মনোনীত লোক ওই পদে বসে, তাহলে তিনি তো প্রধানমন্ত্রী আর বিজেপি নেতার জন্যই কাজ করবে, এটা স্পষ্ট। সুতরাং আজকে দ্য কাউন্ট ইজ আউট অফ দ্য ব্যাগ।’ তাঁর কটাক্ষ, ‘এটা স্পষ্ট, হয় বলে খবর প্রকাশে এসেছে। সেই নিয়েই অভিষেকের তোপ, ‘যাঁদেরকে সাংবিধানিক পদগুলিতে বসিয়ে এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে ব্যবহার করে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরা নেমেছিল, আগামী দিন তাঁদেরকে সকলকে শ্রীঘরে থাকতে হবে।’

মারা গেছেন, যাদের লম্বা লাইনে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল ফর্ম ফিলাপের নাম করে, তাঁদের অভিশাপ লেগেছে। এটা বৃথা যাবে না।’ সাংসদের হুঁশিয়ারি, ‘কেউ বাচনেন না। কেউ যদি ভেবে থাকেন যে, যা ইচ্ছা তাই করবেন, জগৎটাকে নিজের মতো নাচানেন আর যেখানে যেখানে পছন্দমতো লোক বসানেন, বিচার ব্যবস্থা থেকে শুরু করে নির্বাচন কমিশন সব তাঁদের হয়ে কাজ করবে, তা হবে না।’ এদিকে ইতিমধ্যে গোটা বিষয়টি নিয়ে বিবৃতি দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। তাঁদের সাফাই, ‘অভ্যন্তরীণ ভিন্নমত স্বাভাবিক তবে সব সিদ্ধান্তই সর্বসম্মতিক্রমে নেওয়া হয়। জানানো হয়েছে, এটি একটি বহু-সদস্য বিশিষ্ট সাংবিধানিক সংস্থা, তাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আধিকারিক ও কমিশনারদের মধ্যে মতপার্থক্য বা ভিন্ন মতামত উঠে আসা গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের এক স্বাভাবিক ও গঠনমূলক প্রক্রিয়ামাত্র। তবে বিগত বছরগুলিতে কমিশনের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবেই গৃহীত হয়েছে। এক্ষেত্রে কমিশনের পাল্টা দাবি, সংবাদমাধ্যমের একাংশে আংশিক তথ্য তুলে ধরে বিভ্রান্তি তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

## ‘ভোট চুরি সংবিধানের বিরুদ্ধে, ফল পেতে হবে’ এসআইআর নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে ফের নিশানা রাহুলের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর নিয়ে ফের নির্বাচন কমিশনকে আক্রমণ করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। বুধবার সমাজমাধ্যমে একটি ডিভিও পোস্ট করে অভিযোগ করেন, ভোট ‘চুরি’ করা হচ্ছে এবং তা দেশের মানুষের অধিকার ও সংবিধানের উপর সরাসরি আঘাত হানার সমান। এই ঘটনায় বিজেপি, আরএসএস এবং নির্বাচন কমিশনকে কাঠগড়ায় তোলেন তিনি। তবে রাহুলের এই

অভিযোগের প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, এসআইআর সংক্রান্ত সমস্ত সিদ্ধান্তই তিন নির্বাচন কমিশনারের সম্মতিতে নেওয়া হয়েছে। ফলে এসব কথার কোনও ভিত্তি নেই। এক্স-এ পোস্ট করে রাহুল বুধবার লেখেন, ‘ভোট চুরি ভারতের মানুষের বিরুদ্ধে অপরাধ এবং সংবিধানের উপর সরাসরি আক্রমণ। বিজেপি, আরএসএস এবং নির্বাচন কমিশন এই কাজে যুক্ত এবং তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’ ভিডিও বার্তাতেও নির্বাচন কমিশন এবং নির্বাচনী



আধিকারিকদের উদ্দেশ্যে কড়া মন্তব্য করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। তাঁর দাবি, এসআইআর-

এর নামে যে পদক্ষেপ করা হচ্ছে, তা ভুল এবং দেশের স্বার্থবিরোধী। রাহুলের এই মন্তব্যের পিছনে রয়েছে ‘ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস’-এর বুধবারের একটি প্রতিবেদন। সেখানে দাবি করা হয়েছে, গত ১০ মাসে নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্থ এবং বিবেক যোশী অন্তত ১৪ বার এসআইআর এবং ভোটার তালিকা সংক্রান্ত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ লিখিত আপত্তি জানিয়েছিলেন। একই দিনে চারটি আপত্তি তোলা হয়েছিল বলেও প্রতিবেদনে দাবি করা হয়। আপত্তির

বিষয়গুলির মধ্যে ছিল নতুন ভোটার নথিভুক্তির ফর্ম ৬-এ পরিবর্তন, ভোটার নথি জমা রাখার জায়গায় প্রবেশাধিকার, ভোটারের নাম বাদ দেওয়া এবং ভোটার নাম অত্যন্তভ্রিত প্রক্রিয়া। প্রতিবেদনে দাবি, দুই নির্বাচন কমিশনারের অভিযোগ ছিল, তাঁদের সঙ্গে আলোচনা বা অনুমোদন ছাড়াই কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। ‘ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস’-এর প্রতিবেদনে আরও দাবি করা হয়েছে, ভোটার তালিকার সফটওয়্যার এবং নতুন তথ্যভাণ্ডার

● এরপর ৬ পাতায়...

### আয়ুর্বেদ দিবসে ধ্বংস্তরি পূজো মুখ্যমন্ত্রী পুঙ্কর সিং খামির, প্রার্থনা রাজ্যবাসীর কল্যাণে

দেহরাদুন, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ জাতীয় আয়ুর্বেদ দিবস উপলক্ষে বুধবার দেহরাদুনে মুখ্যমন্ত্রী আবাসনে ভগবান ধ্বংস্তরীর আরাধনা করলেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুঙ্কর সিং খামি। বিশেষ এই তিথিতে শাস্ত্রীয় রীতি মেনে পূজো-অর্চনা সম্পন্ন করেন তিনি।পূজো শেষে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সমস্ত নাগরিকের সুস্বাস্থ্য, সুখ, সমৃদ্ধি ও সার্বিক কল্যাণ কামনা করে প্রার্থনা জানান। ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা ও আয়ুর্বেদের গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি রাজ্যবাসীকে সুস্থ জীবনযাপনের বার্তাও দেন।

### ফেমা আইনে ইডি-র তল্লাশি কলকাতা, দিল্লি ও বেঙ্গালুরুর ১৬টি ঠিকানায় অভিযান

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর : বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইনের (ফেমা, ১৯৯৯) বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে কলকাতা, দিল্লি এবং বেঙ্গালুরুর প্রায় ১৬টি ঠিকানায় একযোগে তল্লাশি অভিযান শুরু করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। বুধবার তদন্তকারী আধিকারিক সূত্রে জানা গেছে, কলকাতার অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থা ‘ম্যাকনালি ভারত ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড’ এবং তাদের অধিগ্রহণের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ঠিকানায় এই অভিযান চালানো হচ্ছে।কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রের খবর, সংস্থাটির সাম্প্রতিক অধিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অর্থ লেনদেনের উস এবং সম্ভাব্য বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনা আইন লঙ্ঘনের বিষয়টি খতিয়ে দেখতেই এই পদক্ষেপ। উল্লেখ্য, সম্প্রতি ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনালের অধীনে সংস্থাটির কর্পোরেট ডেউলিয়া সমাধান প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল।তদন্তকারী আধিকারিকরা খতিয়ে দেখছেন, ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়া কোডের নিয়ম এায়ি পরোক্ষভাবে সংস্থাটির নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাওয়ার জন্য কোনও ধরনের আর্থিক অনিয়ম বা বৈদেশিক মুদ্রা সংক্রান্ত আইন ভঙ্গ করা হয়েছে কি না। এই অভিযানকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে আজকে।

### কংগ্রেসের সংস্কৃতি দেশের ব্যাপক ক্ষতি করেছে : দিলীপ ঘোষ



কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর : কংগ্রেসের সংস্কৃতি দেশের ব্যাপক ক্ষতি করেছে বলে মন্তব্য করেছেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। বুধবার সকালে কলকাতায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, কংগ্রেসের সংস্কৃতি দেশের ব্যাপক ক্ষতি করেছে এবং সেই সংস্কৃতির অবসান ঘটতে চলেছে। জনগণ বারবারই তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।আসন্ন দুর্গাপূজা সম্পর্কে মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, রাজ্য সরকার মা দুর্গার পূজার জন্য অনুদান দিচ্ছে।পূজো যথাযথভাবে ও ভক্তিতে পালন করতে হবে এবং একে ‘দুর্গা পূজা’ হিসেবেই উল্লেখ করতে হবে- আমাদের মুখ্যমন্ত্রী একথা বলেছেন।

## উচ্ছেদ অভিযান

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর : দিল্লির শাহিনার বাণের ম্যাজ হাসপাতাল রোডে জ্বরদখল ও বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে বড়সড় উচ্ছেদ অভিযান চালাল পুর প্রশাসন। সড়ক সম্প্রসারণ ও জ্বরদখলমুক্ত করার লক্ষ্যে চালানো এই অভিযানে একাধিক বেআইনি কাঠামো ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার গভীর রাতে এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং যে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এলাকা জুড়ে বিপুল

## যোষণা

দূরন্ত প্রকাশন (গ্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথাগতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দাব্যবদ্ধ ন। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞানগুণ্ডলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই যোগা ভ্রাতৃত্বসরগার স্পেশাল ক্রাইম ট্রাঙ্কের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

# উন্নয়নশীল দেশের স্বার্থে কর সংস্কারের ডাক নির্মলা সীতারমনের

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর : ভারতের পৌরহিত্যে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ‘ত্রিকস কর প্রধানদের সম্মেলনে’ ভারতের আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর কর ব্যবস্থার কথা তুলে ধরলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। তিনি জানান, ভারতের ‘ অ্যাসেসমেন্ট’ (অদৃশ্য মূল্যায়ন), আগে থেকেই পুরণ করা আয়কর রিটার্ন, রিয়েল-টাইম চালান যাচাই এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চালিত করদাতা সহায়তা ব্যবস্থা ত্রিকস সদস্য দেশগুলির মধ্যে বিপুল আগ্রহ তৈরি করেছে।সম্মেলনে আন্তর্জাতিক কর কাঠামো নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী দুটি নতুন কার্যনির্বাহী দল গঠনের প্রস্তাবের কথা জানান। প্রথমত,

## নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন অখিলেশ যাদব



লখনউ, ২৩ সেপ্টেম্বর : ভোটার তালিকা সংক্রান্ত এসআইআর প্রক্রিয়ায় গরমিল নিয়ে নির্বাচন কমিশনের দুই নির্বাচন কমিশনারের আপত্তি সংক্রান্ত একটি সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টকে ঘিরে নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে তীব্র আক্রমণ শাালেনে সমাজবাদী পার্টির সভাপতি অখিলেশ যাদব। গোটি প্রক্রিয়াটিকে গণতন্ত্রকে দুর্বল করার গভীর ব্যস্ত বলে অভিহিত করেছেন তিনি।বুধবার লখনউয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে অখিলেশ যাদব বলেন, নির্বাচন কমিশনের ভেতরের শীর্ষ আধিকারিকরাই যখন এই ধরণের পদক্ষেপ নিয়ে সরব হন এবং মাত্র ১০ মাসে অন্তত ১৪ বার সরকারি নোটো আপত্তি তোলেন, তখন কমিশন কার হয়ে বা কার

## নির্বাচন কমিশনের ভেতরেও চলছে বুলডোজার ঃঅভিষেক মনু সিঙ্ঘভি

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর : ভোটার তালিকা সংক্রান্ত এসআইআর প্রক্রিয়ায় অসঙ্গতি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের দুই নির্বাচন কমিশনারের আপত্তি সংক্রান্ত একটি সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে কেন্দ্র ও মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন প্রবীণ আইনজীবী তথা কংগ্রেস সাংসদ অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি। নির্বাচন কমিশনের অন্তঃতরীণ কার্যপদ্ধতি ও গণতন্ত্রের ভবিষ্য নিয়ে তীব্র আক্রমণ শানান তিনি।বুধবার দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কংগ্রেস নেতা বলেন, গণতন্ত্রকে হত্যা করার জন্য একটি পৃথক দফতর খুলে বসেছে বিজেপি। তারা একপাশে বসিয়েছে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে, আর অন্যপাশে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে। আমরা তো বাইরের দৃষ্টভোজারের সঙ্গে আগেই পরিচিত, বিভিন্ন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে সেই বুলডোজার আঘাত হানতে আমরা

## সেবা সংকল্প অভিযানে গোঘাটে ‘স্বপ্নের ভারত’ বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

আরামবাগ, ২৩ সেপ্টেম্বর : বুধবার হুগলি জেলার গোঘাটের আনুর হাই স্কুল (উচ্চমাধ্যমিক)-এর ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হল ‘ স্বপ্নের ভারত’ প্রকল্পের বাস আঁকো প্রতিযোগিতা। সেবা সংকল্প অভিযানের উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় পড়ুযাদের সৃজনশীলতা ও কল্পনাশক্তির প্রকাশ ঘটাে দেশের ভবিষ্য নিয়ে শিশুদের ভাবনা ও স্বপ্নকে ছবির মাধ্যমে তুলে ধরাই ছিল এই আযোজনের অন্যতম উদ্দেশ্য। ‘কোটি শিশুর স্বপ্নের ভারত’ প্রকল্পের ভাবনাকে সামনে রেখে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা উসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে। কাগজ ও রঙের মাধ্যমে তারা নিজেদের কল্পনার ভারতকে ফুটিয়ে তোলো। কারও ছবিতে উঠে আসে উন্নত দেশ গড়ার স্বপ্ন, আবার কারও তুলিতে ধরা পড়ে পরিবেশ, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সমাজের নানা দিক। অনুষ্ঠানে ইনচার্জ হিসেবে উপস্থিত

# বিশ্ব গণ্ডার দিবসে নীলপাড়ায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, বন্যপ্রাণী রক্ষায় কড়া বার্তার পাশাপাশি ৫টি প্রদর্শনীর শুভ সূচনা

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর : বিশ্ব গণ্ডার দিবস উপলক্ষে মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গ সফরের অংশ হিসেবে আলিপুরদুয়ারের নীলপাড়া এলাকায় আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিনের বিশেষ অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে আসন লক্ষ্যত্ব করেন। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও বন বিভাগের নানাবিধ কল্যাণমুখী কর্মকাণ্ডকে তুলে ধরতে নির্মিত ৫টি প্রদর্শনীর (স্টল) শুভ সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য নিশীথ প্রামাণিক, বিশাল লামা এবং মনোজ কুমার ওরাও উপস্থিত ছিলেন। আয়োজকদের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে উ উদ্যরী, পুষ্পসত্তরক এবং একটি গণ্ডার



আন্তর্জাতিক কর ও ট্রান্সফার প্রাইসিং সংক্রান্ত দল। দ্বিতীয়ত, রাজস্ব পরিসংখ্যান সংক্রান্ত দল।উন্নয়নশীল

দেশগুলির রাজস্ব সংকট নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে অর্থমন্ত্রী বলেন, ট্রান্সফার প্রাইসিং সংক্রান্ত বিরোধে

উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রশাসনকে তুলনামূলকভাবে অনেকটাই বেশি ক্ষতির মুখে পড়তে হয়। এমন কোনো রাজস্ব কাঠামো যা উন্নয়নশীল দেশগুলির আর্থিক বাস্তবতার সঙ্গে খাপ খায় না, তা আমাদের বৈশ্বিক পরিচয় এবং অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ধারাগাকে বিকৃত করে। তিনি উল্লেখ করেন, এই বৈঠকে উপস্থিত প্রতিটি দেশই একই ধরনের বাস্তব সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে। তাই এই কার্যনির্বাহী দলগুলি দীর্ঘমেয়াদী প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ তৈরি করবে, যাতে এই জটিল বিষয়গুলির বাস্তবসম্মত সমাধান খুঁজে বের করা সম্ভব হয়।

## পুজোর আগে ফের একবার পাহাড় সফরে যেতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর আগামী ৭ অক্টোবর দার্জিলিংয়ের লেংয়ে মোচার প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান রয়েছে। সেখানেই প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার জন্য মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে আমন্ত্রণ জানাতে গিয়েছিলেন পাহারে দুই নেতা। সেখানেই ওঁরা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানাতে গিয়েছিলেন। ফলে পুজোর আগে ফের একবার পাহা। সফরে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর।মঙ্গলবার বাটিকা সফরে উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। একাধিক কর্মসূচি ছিল তাঁর। ব্যস্ততার ফাঁকেইগোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং এবং সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরির সঙ্গে কথা বলেন শুভেন্দু অধিকারী।মঙ্গলবার কোচবিহারে প্রশাসনিক সভা সেরে জলপাইগুড়ির নাগরাকাটায় মূর্তি নগীর উপর নব নির্মিত সেতুর উদ্বোধন করতে যান মুখ্যমন্ত্রী। কস্টারে নামেন তিনি। সেখানেই শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করেন বিমল ও রোশন।চালসার টিয়ারবের হেলিপাডে দীর্ঘক্ষণ তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। এমনকী বিমল গুরুংকে মুখ্যমন্ত্রীর খুব কাছে গিয়ে কিছু বলতেও শোনা যায়। কি বিষয়ে কথা হয়েছে তখন জানা না গেলেও পরে মোচার প্রতিষ্ঠা দিবসে মুখ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রণের কথা প্রকাশে আসেন।মধ্য্য কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার আগে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মোঁচার প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। আমার ইচ্ছা আছে থাকার। বুধবার নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর পাহাড় সফরের অবনা খতিয়ে দেখা হবে।

## নেশামুক্ত ভারত অভিযানঃগাঁজা পাচার মামলায় দুই দোষীকে ২০ বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ আদালতের

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর : মাদক পাচারের বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়ে এক বড়সড় সাফল্য পেল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স । নদীয়া জেলার কৃষ্ণগণের ফার্স্ট অ্যাডিসনাল জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক বিপুল পরিমাণ গাঁজা পাচারের এক গুরুত্বপূর্ণ মামলায় দুই অভিযুক্তকে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন। দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা আলম মন্ডল এবং আলআমিন মন্ডল। গত ২২ সেপ্টেম্বর প্রদত্ত এক ঐতিহাসিক রায়ে আদালত উভয় দোষীকে দুই লক্ষ টাকা করে জরিমানার নির্দেশও দিয়েছে। অনাদায়ে আরও ছয় মাসের অতিরিক্ত সশ্রম কারাদণ্ড এবং অতিরিক্ত এক লক্ষ টাকা জরিমানা গুণতে হবে।বুধবার সকালে এসটিএফ-এর পক্ষ থেকে এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, পুরো ঘটনাটি ২০২৪ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তৈরি ৪৪৭.২ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়। ঘটনার স্থান থেকেই গ্রেফতার করা হয় দুই পাচারকারী আলম মন্ডল ও আলআমিন মন্ডলকে।হাই-প্রোফাইল এই মামলার তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তদন্তকারী আধিকারিক মহিতোষ রায়কে। তিনি জৈগাচিন উপায়ে সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আদালতে চার্জশিট পেশ করেন।মামলা চলাকালীন রাজ্য সরকারের পক্ষে অত্যন্ত শক্তভাবে সওয়াল করেন বিশেষ সরকারি আইনজীবী সুবোধী দান্যায়। নিরুটে তথ্য-প্রমাণ, সাক্ষ্য ও যুক্তির ওপর ভিত্তি করে আদালত দুই অভিযুক্তকেই দোষী সাব্যস্ত করে এই কঠোর সাজা বহাল রাখে। রাজ্য পুলিশের এসটিএফ দফতরের মতে, ‘ নেশামুক্ত ভারত’ গড়ার সামাজিক ও যৌথ অঙ্গীকারের লক্ষ্যে এই রায় এক অত্যন্ত তাপস্পূর্ণ প্রাপ্তি।

## রাজস্থানে ফের বাড়ছে গরম, জয়সলমেরে তাপমাত্রা ৪১.৫ ডিগ্রি

জয়পুর, ২৩ সেপ্টেম্বর : রাজস্থানে বৃষ্টি গিয়ে যাওয়ায় তাপপ্রবাহ আবার তার প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। সেপ্টেম্বরের শেষ দিনগুলিতে রাজ্যের অনেক অংশে মে-জুনের মতো গরম অনুভূত হচ্ছে। মঙ্গলবার, জয়সলমেরে রাজ্যের সবচেঁচ তাপমাত্রা ৪১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। বিকানের ৪০.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং বারমেরে ৪০.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। চুরুতেও তাপমাত্রা ৩৯.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে।আবহাওয়া দফতরের মতে, যোধপুর, জয়পুর, আজমের এবং পিলানিসহ রাজ্যের বেশিরভাগ শহরে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি রয়েছে। আবহাওয়া বিভাগ পূর্বাঙ্গস দিচ্ছে যে, আগামী চার থেকে পাঁচ দিন

আবহাওয়া মূলত শুষ্ক থাকবে এবং গরম বাড়বে। উত্তর-পশ্চিমী বায়ুর প্রভাবে তাপমাত্রা ক্রমাগত বাড়ছে, এবং এবস্ই সঙ্গে আর্দ্রতাও কমছে। আবহাওয়া বিশেষজ্ঞদের মতে, আবহাওয়া়র পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির কারণে আগামী ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে রাজস্থানের কিছু অংশ থেকে বর্ষা বিদায় নিতে শুরু করতে পারে। এই বছর বর্ষা মৌসুম দেরিতে শুরু হয়েছে এবং আগস্ট মাসেও বৃষ্টিপাত কম ছিল। অনেক জেলায় স্বাভাবিক বা স্বাভাবিকের চেয়ে কম বৃষ্টিপাতের কারণে পশ্চিম রাজস্থানের কিছু এলাকায় খরা পরিস্থিতি বিরাজ করছে। বর্ষা মৌসুমের শেষ পর্য্যয়ে এসেও এই এলাকাগুলোতে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হয়নি এবং আগামী দিনগুলোতে আরও বৃষ্টিপাতের

## ইরান শুধরে না গেলে পুরো দেশটাকেই উড়িয়ে দেবো - ট্রাম্প



ইরান,২৩সেপ্টেম্বরঃইরানকে একের পর এক হুমকি দিয়ে চলেছে ট্রাম্প। এবার পুরো দেশটা উড়িয়ে দেবার হুমকি। এহেন পরিস্থিতির মাঝেই কড়া সুরে ইরানকে হুঁশিয়ারি দিলেন মার্কিন প্রেসিডেণ্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (Donald Trump)। জানালেন, ইরান যদি নিজেদের শুধরে না নেয় সেক্ষেত্রে পুরো দেশটাকেই উড়িয়ে দেওয়া হতে পারে। শুধু তাই নয়, ইরানের মাটিতে যে কোনও দিন বড়সড় পদক্ষেপ করা হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দিলেন ট্রাম্প। রবিবার এক মার্কিন সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ইরান ইস্যুতে প্রশ্ন উঠলে ট্রাম্প বলেন, আমার প্রশ্ন হল, আমি কখন কীভাবে পুরো দেশটাকে উড়িয়ে দেব? তার চেয়ে বরং ওদের উচিত নিজেদের শুধরে নেওয়া। ইরানের ক্ষেত্রে আমেরিকার পরবর্তী পদক্ষেপ কী হতে পারে তার আভাসও দিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, চাইলে তিনি দেশটিকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দিতে পারেন, আবার অর্থনৈতিকভাবে পঙ্কু করে দিতে পারেন। আবার যদি মনে হয় তবে কূটনৈতিক সমাধানের পথে হটা যেতে পারে। তবে খুব শীঘ্রই যে বা। কিছু ঘটতে চলেছে, তার ইঙ্গিত দেন ট্রাম্প। সম্প্রতি ইরানের পার্লামেন্টে দেশটির স্পিকার বাঘের ঘালিবাফ জানিয়েছেন, এখনই উপযুক্ত সময় বিচক্ষণতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই এবং একই সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ায়। তিনি বলেন, ইরানে কূটনৈতিক অবস্থান অত্যন্ত স্পষ্ট। আমরা কোনও আপসে যেতে রাজি নয়। কোনওরকম প্রতারণা বা একতরফা সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার পথ বন্ধ। সমস্ত শর্ত আমেরিকার কাছে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।

## আবার যুদ্ধের দামামা - আফগানিস্তানে প্রবল আক্রমন পাকিস্তানের



বিশ্ব সংবাদ সংস্থা,২৩সেপ্টেম্বরঃআবার আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের লড়াই। এই যুদ্ধ শেষ হবার নয়। এমনতেই পাকিস্তানের অভ্যন্তরে য়োর আর্থিক সংকট, তার মধ্যে যুদ্ধর উদ্দামনা। আবারও আফগান সীমান্ত পেরিয়ে বিমান হামলা চালাল পাক সেনা (Pakistan Airstrike in Afghanistan)। দেশটির কুনার প্রদেশে শেখরাতের দিকে এই হামলা চলে। ঘটনায় হতাহতের তথ্য এখনও স্পষ্ট নয়। তবে এই হামলায় এখনও পর্যন্ত ৩ জরুর মৃত্যুর খবর মিলেছে। হামলার কড়া নিষা করণেছে আফগানিস্তানের তালিবান সরকার। অভিযোগ, সাধারণ মানুষের বাড়ি লক্ষ্য করে এই হামলা চালানো হয়। হামলা হয়েছে আফগানিস্তানের পাকতিকা প্রদেশেও। জানা গিয়েছে, রাত সাড়ে ৩টো নাগাদ কুনারে নুরগল জেলার পতং এলাকায় অত্যন্ত কম উচ্চতা দিয়ে উড়ে সাধারণ মানুষের বাড়ি লক্ষ্য করে বোমা ফেলে বিমানগুলি। হামলার জেরে বহু বাড়ি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এই হামলায় ঠিক কতজনের মৃত্যু হয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। ক্ষয়ক্ষতির সম্পূর্ণ হিসেব এখনও সামনে আসেনি। একাধিক সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যাচ্ছে, কুনারের পাশাপাশি পূর্ব আফগানিস্তানের পাকতিকাতেও হামলা চালিয়েছে পাক বিমানবাহিনী। উল্লেখ্য, ২০২১ সালে কাবুলের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর থেকেই তালিবান সরকারের সঙ্গে পাকিস্তানের বিরোধ চলছে। নাস্প্রতক অন্তিতে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল দুই দেশ। হামলা এবং পালটা হামলায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল পরিস্থিতি। পাকিস্তানের অভিযোগ, তালিবান আফগান ভূখণ্ডে জঙ্গিদের আশ্রয় দিচ্ছে। সেদেশের মাটি ব্যবহার করে তারা জঙ্গিকার্যকলাপ চালাতে মদত দিচ্ছে। কিন্তু কাবুল এই অভিযোগে বারবার খারিজ করেছে। এই অবস্থায় সন্ত্রাসের অভিযোগে তুলে দফায় দফায় তুরান্ড লাইন পেরিয়ে আফগানিস্তানে বিমান হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান। যার জেরে মৃত্যু হয়েছে সেখানকার বহু সাধারণ নাগরিকের।

## মেঘালয়ে বড় থান্কা ইউডিপি-র, বিজেপিতে যোগ দিলেন ৮ বিধায়ক



নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর : উত্তর-পূর্বের রাজনীতিতে বড়সড় রাজনৈতিক ঘটনাবল। মেঘালয়ের অন্যতম প্রধান আঞ্চলিক দল ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক পার্টি-র ৮ জন বিধায়ক আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দিলেন। বুধবার দিল্লিতে এক সাংবাদিক বৈঠকে তাঁদের বিজেপিতে স্বাগত জানান কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজ্জু।সাংবাদিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, মেঘালয় বিধানসভার ৮ জন নির্বাচিত বিধায়ককে আমরা বিজেপি পরিবারে স্বাগত জানাচ্ছি। তাঁরা মেঘালয়ের অত্যন্ত প্রভাবশালী আঞ্চলিক দল ইউডিপির সদস্য ছিলেন। দলবদলের কারণ তুলে ধরে রিজ্জু বলেন, গত ১২ বছরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে উত্তর-পূর্ব ভারত ও মেঘালয়ে যে অভূতপূর্ব উন্নয়ন ও রূপান্তর ঘটেছে, তা দেখেই তাঁরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। উত্তর-পূর্বের মানুষের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদীর আত্মার যোগাযোগ তৈরি হয়েছে এবং বিজেপি এই অঞ্চলের উন্নয়নের রাজনীতিকে সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। এই সমস্ত বিধায়কেরা মোদীজির নেতৃত্ব ও বিজেপি সরকারের কাজে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েই বিজেপিতে যোগ দিলেন।

অমৃতসরে এনকাউন্টার। পাকড়াও কুখ্যাত গ্যাংস্টার হরমনবীর অমৃতসর, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে এক ওয়াটেড গ্যাংস্টারকে এনকাউন্টারের পর পাকড়াও করল অমৃতসর পুলিশ। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে অমৃতসরের মাতওয়াল গ্রামে। পুলিশ ও গ্যাংস্টারের মধ্যে তীব্র গুলির লড়াইয়ে পায়ে গুলি লেগে আহত হয় ওয়াটেড দুস্কৃতী হরমনবীর সিং। অন্যদিকে, গ্যাংস্টারের ছোড়া গুলি লেগে, মাতওয়াল গ্রাম এলাকায় ওয়াটেড গ্যাংস্টার হরমনবীরের উপস্থিতি নিশ্চিত করে অভিযান চালায় পুলিশ বাহিনী। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়েই পালানোর উদ্দেশ্যে গুলিবর্ষণ শুরু করে এই গ্যাংস্টার। একটি বুকেট খুব কাছ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ায় একটুর জন্য প্রাণে বিচলন কর্তব্যরত এক পুলিশ আধিকারিক। আত্মরক্ষার্থে পুলিশও পালটা গুলি চালালে

## রাশিফল

মেঘঃআজকের দিনটি আপনার জন্য নতুন সুযোগ এবং গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতির দ্বার খুলে দিতে পারে। আপনার আত্মবিশ্বাস দৃঢ় থাকবে এবং তা আপনাকে দায়িত্ব সফলভাবে পালন করতে সহায্য করবে। সংসারে শান্তি হতে পারে।
বৃষঃ আজ আপনার কঠোর পরিশ্রম ও ধৈর্যের সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের স্বীকৃতি ও প্রশংসা আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে।
মিথুনঃ একটি খুশির সংবাদ পাওয়া সম্ভবপর। আপনি যদি বিদেশের কোনও জমিতে বিনিয়োগ করে থাকেন তবে আজ এটি একটি ভাল দামে বিক্রি করা যেতে পারে, যা আপনাকে লাভ অর্জনে সহায়তা করবে।সংসারে শান্তি হতে পারে।
কর্কটঃআজ আপনার জীবনে অনেক নতুন সম্ভাবনা আসবে। আপনার মন নতুন শক্তি সঞ্চারিত হবে, যা আপনাকে নিজের লক্ষ্য অর্জনের জন্য আরও উৎসাহিত করবে। বিবাহের যোগ হতে পারে।
সিংহঃ গর্ভবতী মায়েরদর জন্য বিশেষ যত্নের দিন। আর্থিক দিকে উন্নতি নিশ্চিত। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে বন্ধুরা আপনার সাহায্যে এগিয়ে আসবে। প্রেমের দেবতার বাণের হাত থেকে বাঁচর সুযোগ কম। আর্থিক উন্নতি হতে পারে।
কন্যাঃআজ আপনার জীবনে একটি নতুন সূচনার দিন। নিজের চিন্তা ও অনুভূতিগুলি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার সময় এসেছে। কর্মজীবনে সহকর্মীদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাবেন, যা আপনার প্রকল্পগুলিকে নতুন দিশা দেবে। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।শুভদিন হবে
তুলাঃ হতশািপূর্ণ মনোভাব উপেক্ষা করা উচিত কারণ এটি শুধু যে আপনার সম্ভাবনা হ্রাস করবে তাই নয়, তার পাশাপাশি শারীরিক সমস্বয়কেও নষ্ট করবে। শুভদিন।
বৃশ্চিকঃ আপনার সম্পর্কগুলিও আরও দৃঢ় হবে। বিশেষ করে প্রেমের জীবনে প্রিয় মানুষের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠতা ও বোঝাপড়া অনুভব করবেন। বিবাহের যোগ হতে পারে
ধনুঃ আজকের দিনটি আপনার জন্য শক্তি ও উসাহে ভরা থাকবে। মকরঃআজ মকর রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য প্রত্যাশায় ভরা একটি দিন হবে। শুভদিন হবে।
কুম্ভঃ আপনার ইতিবাচক মনোভাব আপনার চারপাশের মানুষদের মুগ্ধ করবে। সংসারে শান্তি হতে পারে।
মীনঃ বিবাহের যোগ হতে পারে। সংসারে শান্তি হতে পারে আজকে। সন্তান হতে পারে আদকে। কাজের যোগ হতে পারে আজকে।

## আবহাওয়া

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপটি দ্রুত শক্তি সঞ্চয় করে অতি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে চলেছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বুধবার রাতের মধ্যে ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল বরাবর স্থলভাগ অতিক্রম করার সম্ভাবনা রয়েছে অতি গভীর নিম্নচাপটি। দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্রই আগামী চার দিন দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো হামা়া বইতে পারে। সাগর অত্যন্ত উত্তাল থাকার কারণে আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সমুদ্রে বাড়ার ওপর কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে প্রশাসন। যাঁরা ইতিপূর্বে সমুদ্রে গিয়েছেন, তাঁদেরও দ্রুত কূলে ফিরে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে, আগামী চার দিন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্রই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলাবে। তবে উপকূল ও পশ্চিমবঙ্গের পাঁচ জেলায় বৃষ্টির দাপট সবচেয়ে বেশি থাকবে। দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি বৃষ্টির দাপট বাড়বে উত্তরবঙ্গেও। আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, উত্তরের ওপরের দিকের পাঁচটি জেলা-দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবিলায় নবান্ন থেকে সম্প্রস্টি জেলা প্রশাসনগুলিকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হয় ৩১ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন হয় ২৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস।

আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৪ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন ৭৯ শতকরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা।

## জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৮টা ৫০মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫১মিনিট।
ভাটা-বেলা ০১টা ৪২মিনিট এবংরাত ১১টা ৪০ মিনিট।
সূর্যওউদয় সকাল ৫ টা ৬৩মিনিটে এবং অস্তয় অস্ত্র যাবে আজ ৫টা ২৩মিনিটে হতে পারে।

কেন্দ্র সংবাদদাতা, বারুইপুর :  
এবিপি নেতা সাইমন মল্লের  
উপরি হামলার ঘটনায় পাঁচজনকে  
শ্রেফতার করলেও উত্তর কাশিপুর  
খানার পুলিশ ডাঙড কলেজকে  
কেন্দ্র করে সাম্প্রতিক আন্দোলনের  
অন্যতম মুখ ছিলেন এই সাইমন  
হামলার ঘটনায় রাজনৈতি-  
চাপানউত্তরে শুরু হয়েছে  
এলাকায় পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে  
জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকালে  
বারাি থেকে বারুইপুরের উদ্দেশে  
গিয়েছিলেন সাইমন মল্ল  
জমিরগাছি এলাকায় পৌঁছতেই তাঁর  
উপর হামলা চালানো হয় বলে  
অভিযোগ। হামলার ঘটনায়  
এইএসএফের কর্মী সমর্থকদের  
বিক্রমে অভিযোগ তুলেছেন  
এবিপি। যদিও অভিযোগের  
কোনও অভিসূক্তদের পক্ষ থেকে  
কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া  
যায়নি।হামলায় গুরুতর আহত হন  
সায়ন। তাঁকে প্রথমে জিরানগাছা  
প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া  
হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার  
পর চিকিৎসরা তাঁকে কলিকাতার  
আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও  
হাসপাতালে ফেরান বলে। খবর  
পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছান বিজেপি  
নেতারা ও তাঁরা ঘটনায় জড়িতদের  
দ্রুত শ্রেফতারের দাবি জানান।আর  
অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্তে  
নামে উত্তর কাশিপুর খানার পুলিশ  
তদন্তের অংশ হিসেবে ঘটনাস্থল ও  
সমিল্প এলাকার সিটিগিডি ফুট্রোজ,  
বিলুপি ভিত্তিও এবং সোয়ান তথ্য  
সংগ্রহ করা হয়। সেই তদন্তের  
ভিত্তিতেই পাঁচজনকে শ্রেফতার করা  
হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা  
গিয়েছে। যুগেরে বুধবার বারুইপু-  
রমুকুমা আদালতে পেশ করা হয়।  
হামলার প্রকৃত কারণ এবং ঘটনায়  
আরও কতই জাতি রয়েছে কি না,  
তা ভিত্তিতে দেখছে পুলিশ। পুরো  
ঘটনার তদন্ত চলছে।

দেড় লক্ষের বেশি  
শূন্যপদ পূরণে সিদ্ধান্ত  
নিল মন্ত্রীসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৩  
সেপ্টেম্বর : রাজ্য সরকারের বিভিন্ন  
দপ্তরের প্রায় দেড় লক্ষের বেশি  
শূন্যপদ পূরণে সিদ্ধান্ত নিল মন্ত্রীসভা।  
আজ নবাবে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু  
অধিকারী নেতৃত্বে মন্ত্রী সভার বৈঠক  
অনুষ্ঠিত হবে। ওই বৈঠকে সিদ্ধান্ত  
হয়েছে, চলতি অর্থ বৎসরে আগামী ৬  
মাসের মধ্যে ১লক্ষ ৫১ হাজার  
নিয়োগ হবে। রাজ্য পুলিশে  
২১০০০ শূন্য পদ পূরণ করা হবে।  
কলকাতা পুলিশের ৪০০০ কর্মী  
নিয়োগ হবে বলে নবাব সূত্রে খবর।  
এছাড়া বেশিরভাগ দপ্তরে দীর্ঘদিন  
ব্যব প্রকাশ কর্মী নিয়োগ করা যাব।  
ফলে প্রশাসনিক কাজে অসুবিধা  
হচ্ছে বলে মুখ্যমন্ত্রী কাছে আবেগ  
জানিয়েছিলেন আধিকারিকরা। সেই  
মতো এও উল্লেখ করলেন।  
বলে নবাব সূত্রে খবর। এছাড়া  
এদিনের মন্ত্রী সভার ঠেঠকে পূর্ব  
মেদিনীপুরের নিমতোড়িতে নতুন  
সংশোধনাগার তৈরি সিদ্ধান্ত নেওয়া  
হয়েছে। রাজ্যে বিজেপি সরকার  
গঠন করার পরে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে  
দিয়েছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে আয়ুর্ষ  
বিভাগ সরিয়ে নিয়ে পৃথক দপ্তর  
তৈরি করার হবে।

নিজস্ব স্ববাদাদাতা,কককাতা, ২৩  
সেপ্টেম্বর : দক্ষিণেশ্বরে মা  
ভবতাবিগিরি পুজো দিয়ে বাড়ি  
ফেরার পথেই মুন্ডিকা পবিত্রতা  
বালি স্টেশনে হাওড়াগামী ট্রেনে  
ওড়ার সময় প্রবল ডিউয়ে মধ্যে  
পড়ে ট্রেন ও প্ল্যাটফর্মের ফাঁকে  
পড়ে মৃত্যু হাল এক পুণ্যার্থী।  
গুরুতর আহত হয়েছেন আর  
দু'জন। মৃতের নাম সুধাংশু কুমার  
নামকীর্তন। আহত সুকুমার রায় ও  
নামসিং চন্দ্র গড়ইয়ের চিকিৎসা  
চলছে। সুকুমারকে আশঙ্কাজনক

কিন্তু স্বাধীনতা, কলকাতা, ২০০৬।  
কাল ক্রি দে উপলক্ষে মঙ্গলবারের  
রাষ্ট্রীয় দেখা গেলে সাইক্লিস্ট  
পরিবেশবান্ধব যাতায়াত, দূষণ  
জীবনাপনের বার্তা সামনে রেখে  
র্যালিতে অংশ নেন প্রায় ২৫০  
Community Alliance (WBCA), Sports  
(K&S) এমি বিয়ম ক্লাব, বয় সংগ  
কমিউনিটি সংগঠনের প্রতিনিধিরা  
সাইক্লিংপ্রেমী যোগ দেন।সকাল  
১০টা নাগাদ পৌঁছান তৈরিক পাসবরনে  
শুরু হয়। অপর ঘণ্টা পালিয়ে  
সাইক্লিস্টরা শহরের বিভিন্ন রাস্তা  
শ্যামবাজার পাঁচামাথার মোড়ে পৌঁ  
ছান।দূষণের যাতায়াতে সাইক্লিং  
বান্ধবেন, দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং নি

জৈন সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৬  
সেপ্টেম্বর : নন্দীগ্রাম বিধানসভা  
কেন্দ্রের উপনির্বাচনের আগে  
জেলাবিশিষ্ট কংগ্রেস প্রার্থী মিলন  
প্রসন্নদাস জামিনের আবেদন  
কলকাতা হই কোর্টে। ৬ অক্টোবর  
সন্ধ্যা ৬ টায় নন্দীগ্রাম উপনির্বাচন। তার আগে  
বুধবার বিচারপতি তীর্থধর ঘোষের  
অজ্ঞানসে জামিনের আবেদন  
জানান মিলনের আইনজীবী।  
তারপরেই আগে দ্রুত শুনানির  
আজ্ঞাও জানানো হয়েছে। আদালত  
মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছে  
যেহেতু জানা গিয়েছে ফলে চলতি  
সপ্তাহেই মিলনের জামিনের  
আবেদন নিয়ে শুনানি হতে পারে।  
মিলন প্রধান বর্তমানে ২০০৭  
সালের নন্দীগ্রাম আন্দোলন-পর্বের  
পুরনো মামলায় জেলা হেফাজতে  
বন্দী রাখা হয়েছিল। একধর মামলায় তার  
বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে প্রেক্ষিত  
পরোয়ানা ছিল। গত ১৮ সেপ্টেম্বর  
পূর্ব মেদিনীপুরের চণ্ডীপুর থানা  
এলাকায় একটি জায়গা থেকে  
মিলনের একটি কার্যক্রম পুলিশ।  
পরিদর্শন হলদিয়া মহকুমা আদালত  
তারক ৬ অক্টোবর পর্যন্ত  
বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠায়।  
পরে বেজুর থানার একটি  
মামলাতেও তাঁকে ৬ অক্টোবর পর্যন্ত  
হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেওয়া  
হয়। পুলিশের দাবি, ২০০৭  
সালের নন্দীগ্রাম ও খেজুর



লাকার একাধিক মামলায় মিলনের বিরুদ্ধে অজমিনযোগ্য প্রেফতারি পরোয়ানা কার্যকর ছিল। তাঁর বিরুদ্ধে খুন, খুনের চেষ্টা, অপহরণ, প্রমাণ লোপাট, বেআইনি জমায়েত এবং অস্ত্র-সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। এই পরিস্থিতিতেই মিলনের আইনজীবীরা কলকাতা কোর্টের দ্বারস্থ হন। প্রথমে তাঁর বিরুদ্ধে থাকা নারক কয়েকটার মামলায় বাতেন অনুগত করে প্রেফতার করা না হয়, সেই রক্ষাকবচ চাওয়া হয়, যে মামলাগুলির ক্ষেত্রে মিলন 'আরেস্ট'-এর আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, সেগুলিতে তাঁর বিরুদ্ধে আর পরক্ষেপ বাত হবেন না।

মাজার বজ্রবোম্বের পর ওই আবেদনে  
মাপাতত আলাদা কোনও অন্তর্বর্তী  
নির্দেশের প্রয়োজন নেই বলে  
আদালত জানায়। এরপরই মূলত  
জামিনের পথে এগোয় কংগ্রেস।  
কারণ, বর্তমান হোফাজতের মেয়াদ  
৬ মাসের।



ভাটের একেবারে আগে পর্যন্ত  
গড়াচ্ছে। ৬ অক্টোবর ভোট হওয়ার  
এবং ৪ অক্টোবর প্রচারপর্ব শেষ  
হওয়ার কথা থাকায় মিলন জেলবাগি  
৬ থাকলে নির্বাচনী প্রচারণার  
বদলসারি অংশ নেওয়ার সুযোগ  
থাকবে না। সেই কারণেই দ্রুত  
জামিনের শুমানির জন্য আদালতের  
খাড়াচ্ছে আবেদন জানিয়েছেন তার  
উপনির্বাহন রাজনৈতিক ভাবেও  
মাইনজীবী। নগদিগ্রামের এইই  
উপনির্বাহন রাজনৈতিক ভাবেও  
শুক্রবস্তুপূর্ণ। ২০২৬ সালের  
বিধানসভা নির্বাচনে একই সঙ্গে ন

ফায়ার স্টেশনের প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে। ১,৪০০ জন কর্মী - যারকল ইঞ্জিন অপারেটর, ফায়ার এবং সাব-অফিসার - নিয়োগের প্রক্রিয়াও প্রস্তাব করা হয়েছে। সদরকার ২,৫০০ অতিরিক্ত পদ সৃষ্টির প্রস্তাব রয়েছে। সরকার মদমকল কর্মীদের কল্যাণের দিকেও লক্ষ্য রাখছে, যার মধ্যে স্বাস্থ্যবিধির নিয়মিত কর্মীদের জন্য বার্ষিক ছুটিদিনের বেতনের সমতুল্য ভাতা এবং চিকিৎসাভিত্তিক অক্সিলিয়ারি ফায়ার অপারেটরের জন্য মাসিক ভাতা হিসেবে ২,০০০ টাকা ভাতা চালুকরা হয়েছে। কলকাতায় মদমকল কর্মীদের জন্য আর্থিক ব্যারাক ও আবাস সুবিধারও ঘোষণা করা হয়েছে। অপিনির্বাণ ও জরুরি প্রতিক্রিয়ার পাশাপাশি, মদমকল ফায়ার সফট অডিট, পরিদর্শন, মক ড্রিল এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অপিনির্বাণের ও অগ্নি নিরাপত্তা সচেতনতার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। মূল লক্ষ্য হল একটি দ্রুত, দক্ষ এবং প্রযুক্তি-নির্ভর মদমকল ও জরুরি পরিষেবা গড়ে তোলা, যা জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত বাহ্যমানুষের কাছে পৌঁছাবে পাঠক।

জীবন বাঁচাবে এবং পরিমবদ্য জুড়ে ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনবে।

# মিন চেষ্টে মিলন প্রধান

দিগ্রাম ও ভবানীপুর কেন্দ্র থেকে জমী হন শুভেঃঃ অধিকারী। পরে গণ্যদিগ্রাম আসনটি ছেড়ে দেওয়ায় সেখানে উপনির্বাচন হচ্ছে। নির্বাচনে কংগ্রেস মিলন প্রধানকে প্রার্থী করেছে। তৃণমূল কংগ্রেস তাদের প্রার্থী প্রতাহার করে নেওয়ার পর কংগ্রেস প্রার্থীকে সমর্থনের কথা বলেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শিবির। অন্যদিকে, বিজেপি নগদীগ্রামে হাসিরানি রাখতে প্রার্থী করেছে। মিলনের প্রেক্ষতার সময় নিয়েও রাজনীতিতে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। কংগ্রেসের তরফে প্রেক্ষতার সময় নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। অন্যদিকে, পুলিশ ও রাজ্যের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে কার্যকর থাকা আদালতের পরোয়ানার ভিত্তিতেই আইনগত পদক্ষেপ করা হয়েছে। এই দুই বক্তব্যের মধ্যেই এখন চলছে হাট কাটের দিকে। মিলন প্রাধান্যের জামিনের আবেদন আদালত গ্রহণ করে শুনারি জন্য আবেদন নেয় কি না, এবং শুনারি পর তাঁকে ভোটের আগে জেল থেকে বেরোনার সুযোগ দেওয়া যায় কি না—এখন সেই প্রশ্নই সামনে। আপাতত নগদীগ্রাম উপনির্বাচনের মাত্র কয়েক দিন আগে কংগ্রেস প্রার্থীর অবস্থা অনেকটাই নিঃশঙ্ক। আদালতের পরবর্তী সিদ্ধান্তের উপর।

জেল্লা বন্দোপাধ্যায়, মৈপীঠ, ২৬  
সেপ্টেম্বর'র বঙ্গোপসাগরে  
প্রতীকূল আবহাওয়ার আশঙ্কা।  
তার জেরে আগামী ২৬ থেকে ২৫  
সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সমুদ্রে মাছ ধরতে  
যাওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি  
করা হয়েছে। মৎস্যজীবীদের সতর্ক  
করতে এবার মৈপীঠ কোস্টাল  
থানার পক্ষ থেকে উপকূলবর্তী  
এলাকায় মাইনিং করা হলাধুবধার  
বারুইপুর পুলিশ জেলার মৈপীঠ  
কোস্টাল থানার ওসি জাহির মন্ডল  
সহ একাধিক পুলিশ কর্মী গদগার  
ঘাট সাইন বোর্ড নদী উপকূল  
বর্তী এলাকায় প্রবল ঘোঁরা হাওয়া  
ও বৃষ্টির মধ্যেই মাইনিং করে।  
কোনও প্রকারে বৃষ্টি না নিয়ে এই  
কয়েকদিন মস্যা জীবীদের সমুদ্রে  
যাওয়ায় জনা পুলিশের পক্ষ থেকে  
এয়েছে আবেদন জানানো  
হয়েছে। আবহাওয়া দফতরের  
পূর্বাভাস অনুযায়ী, দক্ষিণবঙ্গের  
আশাশুপাশি উপকূলবর্তী এলাকায়  
এই সময় বৃষ্টি ও দমকা হাওয়ায়  
সম্প্রদায় রয়েছে বঙ্গোপসাগরে

তটিকূল পরিস্থিতির কারণে নদী ও সমুদ্র উভাল হয়ে উঠতে পারে। সমুদ্রের সর্বত্র ক্রমেই হ্রাসের বিশেষ করে গভীর সমুদ্রে হাওয়ার গতিবিধে বৃদ্ধি পেলে ছোট ও বড় নদীমাঝারি মাছ ধরার নৌকাগুলির সমুদ্রে বিপদের আশঙ্কা থাকে। এই পরিস্থিতিতে মৈপীঠ কোস্টাল থানার পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে আগাম সতর্কতামূলক পদক্ষেপ হিসেবে বিভিন্ন উপকূলবর্তী এলাকার মাইকিং শুরু করেছে। মাইকিং করে সতর্কসাজীবীরে জানানো হয়েছে, ২৬, ২৪ এবং ২৫ সেপ্টেম্বর ককান্ডাভায়েই সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। ইতিমধ্যে যারা সমুদ্রে রয়েছেন, তাদেরও আবহাওয়ার পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে জরুরি নিরাপদ স্থানে ফিরে আসার জন্য সতর্ক হানো হয়েছে। সুন্দরবনের মৈপীঠ ও সংলগ্ন উপকূলবর্তী এলাকার বহু মানুষের জীবিকা প্রত্যক্ষ সমুদ্রে প্রবেশে ভাবে মাছ ধরার সঙ্গে

পুল্টা বছরের আবিষ্কার সময়ে  
প্রতিকূল বাবাহাওয়ার কারণে  
সময়ে দুর্ঘটনার ঘটনাও ঘটে ফলে  
প্রশাসনের এই আগাম সতর্কতাকে  
কোম্পেন্সে গুরুত্ব দিয়ে দেহভেদে স্থানীয়  
বাসিন্দারীরা পুলিশের পক্ষ থেকে  
সমাজজীবনের উদ্দেশ্যে স্পষ্ট বাতী  
সমুদ্রে দেওয়া হয়েছে-জীবনের ঝুঁকি নিয়ে  
অশ্রু দিয়ে, না, এই মুহূর্তে নিরাপদ  
অশ্রু দিয়ে রাখতে হবে। বাবাওয়া  
পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত  
প্রশাসনের নির্দেশ মেনে চলার  
আবদেনও জানানো  
করেছে। প্রশাসনের এই সর্বকর্তার  
কন্ডে মৈপীঠের উপকূলবর্তী  
এলাকায় নজরদারিও বাড়ানো  
করেছে। আবাহওয়া পরিস্থিতির  
উপর নিয়মিত নজর রাখছে।  
প্রশাসন ও পুলিশ আগামী  
কয়েকদিন পরিস্থিতি স্বাভাবিক না  
হওয়া পর্যন্ত মঙ্গলজীবনের সতর্ক  
যাচাখাচা পাশাপাশি স্থানীয়  
বাসিন্দাদেওরও অপরাধাজনে সন্দেহ ও  
নিদা সংলগ্ন অসুখের না যাওয়ার  
প্রশাসন দেখাও হয়েছে।

মুহুরী, ২৩ সেপ্টেম্বর; আন্তর্জাতিক  
সংগঠিতকৃত ভাষা দিবস উপলক্ষে,  
এইচডিএফসি মিউচুয়াল ফান্ড  
তাদের চলমান আর্থিক সাফল্যতা  
কর্মসূচি 'ভরসা'-র আওতায়  
সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় সাংকেতিক  
ভাষায় তৈরি একটি ডিজিটাল  
প্ল্যাটফর্ম চালু করেছে। এই  
উদ্যোগটি মূলত শ্রবণ ও বাক-  
প্রতিবন্ধী সম্প্রদায়ের জন্য তৈরি  
করা হবে। এই পদক্ষেপের  
মাধ্যমে এইচডিএফসি মিউচুয়াল  
ফান্ড ভারতের প্রথম আয়সিই  
ম্যান্যেজমেন্ট কোম্পানি হিসেবে  
এমন একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করল,  
সাংকেতিক ভাষা-ভিত্তিক ও  
সহজলভা বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও  
সচেতনতা কার্যক্রমের মাধ্যমে  
সাংকেতিক অন্তর্ভুক্তি ধারণাকে আরও  
প্রসারিত করছে। ২০২৫ সালের  
অগাস্ট মাসে চালু হওয়া 'ভরসা'  
কর্মসূচিটি হিমনগৌড়ি আইএসএল-  
ভিত্তিক বিনিয়োগকারী সচেতনতা  
সেশনের মাধ্যমে শ্রবণ ও বাক-  
প্রতিবন্ধী সম্প্রদায়ের প্রায় ৬,০০০  
মানুষের কাছে পৌঁছেছে। এই  
প্ল্যাটফর্মটি ব্যবহারকারীদের অবসর  
জীবন বা সন্তানের শিক্ষার মতো  
কোনো একটি আইই লক্ষ্য বেছে  
নেওয়ার এবং সেই লক্ষ্য সম্পর্কিত  
বিশেষ আইএসএল ডিভিওর মাধ্যমে

পোখার সুযোগ করে দেয়। এছাড়া ব্যবহৃতকারীরা একজন ডিএইচইচ প্রস্তুতকারক সাথে সরাসরি আলোচনার সময় নির্ধারণ করতে পারেন, যিনি তাদের আর্থিক প্রয়োজন্যের নির্দেশনা প্রদান করেন। গত এক বছর ধরে, এইডিএফসি মিউচুয়াল ফান্ড শ্রবণ ও বাক-প্রতিবাদী সম্প্রদায়ের সাথে যোগাযোগে ও আলোচনার মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করেছে যে তারা কীভাবে আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই আলোচনার সময় একটি বিষয় বোঝার উঠে এসেছে: ভুল পথে চলিত হওয়ার ভয়। এই ভয়ের কারণ উচ্চাকাঙ্ক্ষার অভাব নয়, বরং এমন ভাষায় তথ্যের অভাব যা তারা বুঝতেপারি বলতে পারে। এই বিষয়টি উদ্বেগজনক সম্পর্কে বলতে গিয়ে এইডিএফসিআসি আস্তে আস্তে ম্যানেজমেন্টকেশাপানি লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার মিঃ নবনীত মুন্ডাট বলেন, “নির্দিষ্টান ধরে আর্থিক পরিবাহ্য প্রাপ্যগুলোকে মাঝারি হিসেবে বিবেচনা করেছিল। তবে কেবল প্রাপ্যতা থাকলেই যথেষ্ট নয়। আবাসস্থলসে

[illegible]

কিন্তু স্বাধীনতা, কলকাতা, ২০০৬।  
কাল ক্রি দে উপলক্ষে মঙ্গলবারের  
রাষ্ট্রীয় দেখা গেলে সাইক্লিস্ট  
পরিবেশবান্ধব যাতায়াত, দূষণ  
জীবনাপনের বার্তা সামনে রেখে  
র্যালিতে অংশ নেন প্রায় ২৫০  
Community Alliance (WBCA), Sports  
(K&S) এমি বিয়ম ক্লাব, বয় সংগ  
কমিউনিটি সংগঠনের প্রতিনিধিরা  
সাইক্লিংপ্রেমী যোগ দেন।সকাল  
১০টা নাগাদ পৌঁছান তৈরিক পাসবরনে  
শুরু হয়। অপর ঘণ্টা পালিয়ে  
সাইক্লিস্টরা শহরের বিভিন্ন রাস্তা  
শ্যামবাজার পাঁচামাথার মোড়ে পৌঁ  
ছান।দূষণের যাতায়াতে সাইক্লিং  
বান্ধবেন, দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং নি

সেতলের ৬ বিশ  
লে ককাকার  
র জন্মায়ত  
নো এবং সুস্থ  
য়োজিত এই  
West Bengal  
Authority of India  
গে আয়োজিত  
, সামাজিক ও  
পাশাপাশি বহু  
চটায় স্বামী  
র জন্ম হয়  
মানে সুচনা  
র স্মৃতি  
অতিক্রম করে  
রায়ার মাধ্যমে  
হাহরে অত্যা  
ত সাইক্লয়ের

জীবনযাপনের বার্তা দেওয়া হয়। সচি হিলের এই রায়ালিতে বিভিন্ন তাল উল্লেখযোগ্য ক্লাব, বিশ্ব ক প্রতিষ্ঠান এবং কমিউনিটি অন্তর সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে শোইওয়াবের নেটওয়ার্ক নেড়ে নেওয়ার্ক তৈরির উদ্যোগ গড়ে শোইওয়াবের Sports Club Re-চিটে উপস্থিত ছিলেন পদ্মশ্রী মানুস আখতার। আয়োজকের ফ্রি ডে উপলক্ষে পরিবেশবান্ধব তুলে ধরা এবং ব্যক্তিগত পর নির্ভরতা কমানোর বিষয়ে করা এই উদ্যোগের অন্যতম সাইক্লিংয়ের মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর সাহায্য পাঠে তোলার বার্তাও দেওয়া

[illegible]

পুজোর মুখে হাতে টাকা নেবার গান পাওয়ায় অভিযোগে এবার পলি নন্দেন মলিহালা। বুধবার দুপুর ১২ টা গ্রেফতার করা হয়। দুপুর ১২ টা গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের সামনে পুজোর সাজ সজ্জা অপরূপ করে। পুজোর সাজ সজ্জা অপরূপ করে। পুজোর সাজ সজ্জা অপরূপ করে। পুজোর সাজ সজ্জা অপরূপ করে।

**SBI general INSURANCE**

SURAKSHA AUR BHAROSA DONO

# স্মার্ট থাকুন। নিরাপদ থাকুন। ইন্সিওর্ড থাকুন।

প্রতারণার থেকে নিরাপদে থাকুন।  
এই নির্দেশাবলিগুলি অনুসরণ করুন।

- নগদ লেনদেনের অনুমতি নেই  
এসবিআই জেনেরাল কখন নগদ টাকায় প্রিমিয়াম নেয় না।
- কেবলমাত্র অফিসিয়াল অ্যাকাউন্টে টাকা দিন  
প্রিমিয়াম অবশ্যই সরাসরি এসবিআই জেনেরাল'স অফিসিয়াল কালেকশন অ্যাকাউন্টে দিন।
- কখন ব্যক্তিগতভাবে টাকা দেবেন না  
এসবিআই জেনেরাল-এর কর্মচারীরা আপনাকে কখন জিজ্ঞাসা করবেন না ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে টাকা প্রদানের জন্য।
- আপনার পলিসির সিকিউরিটি যাচাই করুন  
আমাদের পলিসির ওয়েবসাইট, কল সেন্টার বা কিউআর কোড ব্যবহার করুন, পলিসি যাচাই করার জন্য।
- ক্রেম করার কোনও চার্জ নেই  
এসবিআই জেনেরাল ক্রেম প্রসেসিংয়ের জন্য কখন চার্জ করে না।
- প্রত্যঙ্গমূলক লিঙ্কস থেকে সাবধান  
সর্বসময় পেমেণ্টের লিঙ্ক যাচাই করুন ব্যবহার করার আগে।

আপনি যদি কোনও ঘটনা বা অভিযোগ রিপোর্ট করতে চান আপনি আমাদের [gro@sbigeneral.in](mailto:gro@sbigeneral.in)-এর সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

**এসবিআই জেনেরাল ইন্সিওরেন্স দ্বারা জনগণের স্বার্থে প্রকাশিত।**

বিঃদ্রঃ: এইবার্ষিক প্রোগ্রামে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী সিটিভি। অন্তর্ভুক্ত এবং শর্তাৱলী অনুযায়ী কৃতব্যবস্থা রয়েছে। প্রতি বছর ১ জানুয়ারি ২০২৩-২৪ পর্যন্ত। এসবিআই জেনেরাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী সিটিভি দ্বারা পরিচালিত।  
হেল্প লাইন: ১৮৪ ৬৯৭১ ১১/১২/২০২৩। CIN: U66000MH2009PLC180546। সকল পরিষেবা গ্রাহকদের তথ্যের ভিত্তিতে বাকস অফিসের একটি নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থাপন করা হয়েছে।  
[www.sbigeneral.in](http://www.sbigeneral.in) | ফোন: ১৮৪ ৬৯৭১ ১১/১২ | ADITYA NUMBER: ADAMS-MYI/2026-27/1692। UIN: BDAM144CPX003V02201617। এসবিআই জেনেরাল ইন্স্যুরেন্স এবং এসবিআই হার এক প্লান অধীন সব এবং এসবিআই জেনেরাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী সিটিভি দ্বারা পরিচালিত।

# আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব

# দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৯৪ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৬ আশ্বিন, ১৪৩৩

## বিজ্ঞানী অসীমা মুখোপাধ্যায়

রসায়নবিদ ও ভেষজ বিজ্ঞানী অসীমা মুখোপাধ্যায় চট্টোপাধ্যায় জন্ম ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯১৭ সালে। বিজ্ঞানীরা আমাদের দেশে উচ্চতর গবেষণার ফল সরাসরি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছেন, অসীমাদেবীর নাম তাঁদের মধ্যে প্রথম সারিতে আছে। গুণবিন শাক থেকে তিনি এক নতুন যৌগ মারসিলিন নিষ্কাশন করেন। তাঁর ভাই সরসীরঞ্জনের সঙ্গে যৌথ গবেষণাতে তিনি দেখান যে এই যৌগ ঘূর্ণীরোগের উপশমে সাহায্য করে। তাঁর আয়ুষ-৫৬ মৃগীরোগের গুণ্ধ এবং আয়ুষ-৬৪ ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করে। এই পরিশ্রেক্ষিতেই ভারত সরকার তাকে আয়ুর্বেদ হাসপাতাল গঠনে মঞ্জুরি দিয়েছিলেন। অসীমাদেবী প্রাকৃতিক যৌগ নিষ্কাশন ও তাদের আণবিক এবং ত্রিমাত্রিক গঠন নিরূপণ বিষয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে বিশেষজ্ঞের স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। বিশেষ করে ইভোলা উপক্ষরঘটিত যৌগের বিষয়ে তাঁর গবেষণা সারা পৃথিবীতে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। হাঁপানি রোগে ব্যবহৃত এফিড্রিন যৌগ বিষয়ে তাঁর গবেষণা স্নাতক স্তরের বইতে ছান পেয়েছে। সর্পগন্ধা, জেটোমানসি, ছাতিম সহ আরো নানা ভেষজ উদ্ভিদ থেকে তিনি বহু যৌগ নিষ্কাশন করেছিলেন, তাদের গঠন নির্ধারণ করেছিলেন, এবং ক্যানসার, হৃদরোগ, মূগী, হাঁপানি, ম্যালেরিয়া সহ বিভিন্ন রোগে তাদের কার্যকারিতা বিষয়ে গবেষণা করেছিলেন। বহু বিখ্যাত বিজ্ঞানীর স্নেহ লাভ করেছিলেন অসীমাদেবী। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বসুর গবেষণার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৯৪৫ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত দশ বছর তিনি গবেষণাতে সত্যোদ্ভনাথ বসুর সাহায্য পেয়েছিলেন। সত্যোদ্ভনাথ পদার্থবিদ হিসাবে সুবিদিত, কিন্তু রসায়নেও তাঁর আগ্রহ খুব। সত্যোদ্ভনাথের মৃত্যুর পরে জ্ঞান ও বিজ্ঞান প্রক্রিাতে এক প্রবন্ধ রসায়ন বিষয়ে তাঁর গবেষণার উপর আলোকপাত করেছিলেন অসীমাদেবী। বিদেশে যাওয়ার সময় সত্যোদ্ভনাথই তাঁর গবেষণাগারের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। অসীমাদেবী নিজেই লিখেছেন যে ১৯৬৭ সালে চারমাসের মধ্যে যখন তাঁর বাবা ও স্বামী মারা গিয়েছিলেন, তখন সত্যোদ্ভনাথ তাঁর বাবার স্থান অধিকার করে তাকে মানসিক শান্তি দিয়েছিলেন। কালটেকে থাকার সময় তিনি বিখ্যাত বিজ্ঞানী দু’বার নোবেল পুরস্কার জয়ী লাইনাস পাউলিংের সাহচর্য পেয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ‘সৌহার্দ’ পাউলিংের মৃত্যু পর্যন্ত বজায় ছিল। বিদেশী এক গুণ্ধ কোম্পানি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমিক্যালের কাছে পেটেন্ট আইন ভঙ্গের জন্য মামলা করে বিপুল অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দাবি করেছিল। আলালতে বিশেষজ্ঞ হিসাবে দিনের পর দিন বেঙ্গল কেমিক্যালের হয়ে লড়াই করে জয় হিনিয়ে এনেছিলেন তিনি। সত্যোদ্ভনাথ বসুর মৃত্যুর পরে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বন্দীয়া বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন অধ্যাপিকা চট্টোপাধ্যায়। ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত তিনি এ পদে ছিলেন। ১৯৮৩ সাল থেকে আমৃত্যু তিনি ছিলেন পরিষদের উপদেষ্টা। সাধারণ মানুষের মধ্যে ভেষজ উদ্ভিদের গুরুত্ব প্রচারে তিনি সবসময় সচেষ্ট ছিলেন। কালীপদ বিশ্বাস ও বিজয়কালী ভট্টাচার্য রচিত ‘ভারতীয় বনৌষধি’ বইটি তারি সম্পাদনায় সংস্কার ও পরিবর্ধন করে ছয় খণ্ডে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করেছিল। পরবর্তীকালে ১৯৯২ থেকে ২০০১ সালে কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ ছয় খণ্ডে ‘THE TREATISE OF INDIAN MEDICINAL PLANTS’ প্রকাশ করেছিল। মূল সম্পাদক ছিলেন অসীমা চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর ছাত্র সত্যেশ চন্দ্র পাঞ্চজন্নি। রিডার পদে যোগ দেন। ১৯৬২ সালে হলেন ওই বিভাগেই খরার অধ্যাপক।

## সাহিত্যিক অর্জিত কুমার দত্ত

সাহিত্যিক অর্জিত কুমার দত্ত জন্ম ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯০৭সালে। ১৯৩০ সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘কুসুমের মাস’ প্রকাশিত হয়। তিনি ছিলেন বুদ্ধদেব বসুর সতীর্থ। দুজনে যৌথভাবে প্রগতি নামের একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। পরে কল্লোল সাহিত্য গোষ্ঠীতে যোগ দেন। অর্জিত দত্ত কল্লোল কল্লোল পত্রিকায় লেখালেখি করতেন, তিরিশের দশকে নিয়মিত অন্যতম জনপ্রিয় বাংলা সাহিত্য পত্রিকা। ১৯৪৬ সালে তার নষ্ট চাঁদ প্রকাশের পরের বছর দেশ পত্রিকায় রৈবত বন্দু নামে ধারাবাহিকভাবে তার মন পবনের নাও প্রকাশিত হয়। অর্জিত দত্ত সমসাময়িক বাংলা কবিতা, ছন্দ চিত্র, রবীন্দ্র বিষয়ক ভাবনা, বিভিন্ন কবি সাহিত্যিকের রচনার মূল্যায়ন, শিক্ষাসাহিত্য ভাবনা এবং শিশুসাহিত্য সম্পর্কিত ৫০টি প্রবন্ধ লেখেন। বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত জনপ্রিয় সাহিত্য পত্রিকা কবিতা গোড়াপত্তনেও অর্জিত দত্তের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। অর্জিত দত্ত ঢাকার বিক্রমপুরে (বর্তমান মুলিগঞ্জ জেলা) এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র চার বছর বয়সে তার পিতা অতুলকুমার দত্ত মারা যান। তার মা হেমালিনীদেবী ছিলেন সাহিত্য অনুরাগী। ১৯২৪ সালে ঢাকার কিশোরীলাল জুবিলী স্কুল থেকে অর্জিত দত্ত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় এবং জগন্নাথ কলেজে বর্তমান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি হন। উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে ১৯২৬ সালে তিনি কলকাতা চলে যান এবং বিদ্যাসাগর কলেজে ইংরেজি বিষয়ে অনার্সে ভর্তি হন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তার বড় ভাই মারা গেলে ঢাকায় ফিরে আসেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগে ভর্তি হন। অর্জিত দত্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৮ সালে বি.এ এবং ১৯৩০ সালে এম.এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। অর্জিত দত্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অস্থায়ী পদে যোগদান করে তার কর্মজীবন শুরু করেন। কিছুদিন পরেই তিনি কলকাতায় রিপন স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯৩৪ সালে স্কুল ছেড়ে তিনি রিপন কলেজে যোগদান করেন।

## শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর বলতেন,সং মানসিকতা বহন করতে হবে। সত্যের সঙ্গে মিশতে হবে। তবেই জয় আসবে। শক্তি দিয়ে দেশের

## ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব



ঠাকুর বলতেন, যিনি ধ্যান করেন তিনি মনে শান্তি লাভ করেন। মনের সব পাপ থেকে তিনি মুক্ত হতে পারেন। পরম দেবতার তিনি দেখা পান। ঈশ্বর বা দেবতা শরীরে অবস্থান করেন। তিনি মনো, চোরা কেন্দ্র করে সারা জগত জাগরিত হতে থাকে। তিনি হচ্ছেন জগত মাতা। মা ভবতারিণীর আরাধনা করতে হবে। পূজা করতে হবে। তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তাকে মনে প্রাণে ডাকতে হবে। তিনি সবার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। মা ভবতারিণী হচ্ছেন সেই মধ্যাকর্ষণ। তাঁকে ঘিরে সবাই চলাফেরা করে। কাজ করতে হবে। মহৎ কাজ করতে হবে। নিজের মনকে শুদ্ধ করতে হবে। শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করে। শিক্ষার বিকাশ হয়। জীবনে উন্নতি করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করে যেতে হবে।

# জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের নৃশংসতা

**রবীন্দ্রকুমার শীল** স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দিকে তাকানোর কোনও প্রয়োজন বোধ করেনি সরকার। তবে প্রভাবশালী পরিবারের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা বেশ জাঁকিয়ে বসেছিল প্রশাসনে। বহু স্বাধীনতা সংগ্রামীরা দেশ স্বাধীন হয়ে যাওয়ার প্রায় আগে বা পড়ে কমিউনিস্ট দলে নাম লেখায়। বিপ্লবী পুলিন বিহারী দাস যিনি ঢকা অনুশীলন সমিতির অন্যতম পরিচালক ছিলেন তিনি ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সালে ভারত যখন স্বাধীনতা লাভ করলো তখন ‘বন্দীয়া ব্যায়াম সমিতি’র দফতরে রক্ত পতাকা তুলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে স্বাধীনতা জন্য সংগ্রাম করেছিলেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা সেই স্বাধীনতা লাভ করেনি। দেশ ভাগ করে স্বাধীনতা এলো। এই দেশ ভাগের স্বাধীনতা কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী চান নি। তারা অখণ্ড স্বাধীন ভারত চেয়েছিলেন। সেই স্বাধীনতা পাওয়া গেল না। আজকে খণ্ডিত ভারতের জন্য ভারতবাসীদের দুর্দশা ভোগ করতে হচ্ছে। অখণ্ড ভারত সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল। খণ্ডিত ভারত আজকে নিঃশ্ব। একেবারে কাণ্ডা। ভারতবাসীরা এখন সবার দ্বারে দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হতে শুরু করেছে। দেশবাসীর আর্থিক উন্নতি হয়নি। রাজনৈতিক চেতনা জাগত হয়নি। সমাজতন্ত্রের বিকাশ হয়নি। ভারতবাসীরা আজকে অসহায়। এই রকম ভাগ্যতবর্ষ দেখা ইচ্ছা প্রকাশ করেনি স্বাধীনতা সংগ্রামীরা। বিপ্লবী অরবিন্দ থেকে শুরু করে রাসবিহারী বোস এবং সুভাষচন্দ্র বোস এমনকী মহাত্মা গান্ধি যে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই স্বাধীনতা এলো না। এখন যে স্বাধীন ভারত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তার সমস্যা বহু। সেই সব বহু সমস্যার সমাধান করতে এখনও স্বাধীন ভারতের সরকার সক্রিয়। উপরন্তু সমস্যা আরও বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। স্বাধীন ভারত বহু সমস্যায় জর্জরিত। এই সব সমস্যার সমাধান করাটা ধীর গতিতে অগ্রগতি হতে থাকবে তাড়াছড়ো করা চলবে না।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি উদ্দেশ্যযোগ্য দিন হচ্ছে ১৩ এপ্রিল ১৯১৯ সাল। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড বা অমৃতসর গণহত্যা নামে পরিচিত। আজকে দিনে যদি এই ধরনের গণহত্যা করতে ব্রিটিশ সরকার তাহলে রক্তপুঞ্জ তাদেরকে কৈফিয়ত দিতে হতো। এই গণহত্যা পূর্ব পরিকল্পনা। রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে বার্ষিক বৈশাখী মেলায় সময়ে ব্রিটিশ ভারতের পাজ্ঞাবের অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে একটি

শান্তি পূর্ণ জনতার সমাবেশ ঘটেছিল। স্বাধীনতার সমর্থক সমাবেশে কিল্লু এবং সতীপালকে ধোঁফতার করা হল। ফলে ভারতবাসীরা ক্ষুব্ধ। সেই জন সমাবেশের ওপরে অস্থায়ী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আর.ইএচ ডায়ার তাঁর গোঁর্থা এবং ব্রিটিশ ভারতীয় শিখ রেজিমেন্টকে সঙ্গে নিয়ে গুলি চালালো নির্দেশ দিলেন। ব্রিটিশ সেনারা গুলি চালানোর সময়ে জনতা প্রাণ বাঁচানোর জন্য বেরনোর রাস্তা খুঁজে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু পালানোর কোনও পথ ছিল না। জালিয়ান ওয়ালা বাগ তিন দিক দিয়ে ঘেরা ছিল। একটি মাত্র বের হওয়ার পথ। সেখানেই উপস্থিত ছিলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডায়ার তাঁর সেনা সামন্ত নিয়ে। গুলি যখন অবিরাম বর্ধন হতে শুরু করলো সমাবেত জনতার দিকে তাক করে



তখন কেউ পালাতে পারেনি। এমনকী দেওয়াল টপকে পালাতে গিয়েও জনতার আঘাতে নিহত হয়। ১৬৫০ রউগু গুলি ব্যবহার করা হয়। বহু নারীরা গুলিতে নিহত হন। এই ঘটনায় গোটা দেশ বাসীরা বিচলিত হয়ে পড়ল। এমনকী ব্রিটিশ প্রশাসনও বিমূঢ় হতে থাকে। তাদের মুখ দিয়ে কোনও কথা প্রকাশ পায় না। ব্রিটিশ প্রশাসন তখন জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনাকে চাপা দেওয়া জন্য রাজনৈতিক তৎপরতা দেখাতে শুরু করে। কিন্তু তাকরতে পারেনি। কারণ তখন ভাববে ভারতে ব্রিটিশ বিরোধীরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে দেবে। জালিয়ানওয়ালা বাগের ঘটনাকে একেবারে ধামা চাপা দেওয়া সম্ভব হয়নি। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডায়ারের বিচার হয়েছিল বিলাতে মার্শাল কোর্টে। ভারতে কোর্ট মার্শাল করার ব্যবস্থা করা হয় ডায়ারের বিরুদ্ধে। পরে সেটা বিলাতের কোর্ট মার্শালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অপরাধী

ডায়ারকে ব্রিটিশ সরকার লম্বু শাস্তি দিয়েছিল। কোনও রকম ভাবেকড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি। তার কারণ হচ্ছে তখন ব্রিটিশ সেনা অফিসার হিসাবে কাজ করেছিলেন তিনি। তবে ব্রিটিশ মন্ত্রী সভা বিশেষ করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ভারতের জালিয়ানওয়ালা বাগ সম্পর্কে একেবারে উদাসীন ছিলেন। তার কারণ তখন ভারতে রাউলাট আইনের বিরোধতা মগ্ন ছিল। কিন্তু জালিয়ানওয়ালা বাগের ঘটনাকে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের চেয়ে ভয়ঙ্কর। যে ব্রিটিশ সরকার ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করে। তার আগে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারত সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতের শাসন করতো। আর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির স্বার্থকে রক্ষা করতে ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা বিভাগ সেনা সরবরাহ করতো। ইস্ট ইণ্ডিয়া

কৃষ্ণচন্দ্র, রাজা নবকৃষ্ণ থেকে শুরু করে কলকাতার জমিদার শেণিরা ব্রিটিশ রাজ শক্তির পাশে গিয়ে উপস্থিত হল। তার ফলে নবাব সিরাজদৌল্লা পরাস্ত হলেন পলাশি প্রাঙ্গনে। এর আগে নবাব সিরাজ দৌল্লা ফরাসীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কলকাতা আক্রমণ করেছিলেন। তখন সিরাজ ইংরেজ ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গটিকে তেঙে ফেলেন নবাব সিরাজদৌল্লা। পরে ফরাসি বণিকদের শ্রোয়স্ত্র করতে লর্ড ক্লাইভ বাংলায় এসে উপস্থিত হলে। তিনি ফরাসীদের বাবসায়িক প্রভাবকে কৌশলে খতম করে দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। মূর্খদিবাদের ধনী ব্যবসায়ী শেঠ সহ সব দেশি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ফেললেন। বাংলার ব্রিটিশ শক্তি বৃদ্ধি লাভ করতে তারা সর্বদা নতুন সুযোগ তৈরি করে দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন লর্ড ক্লাইভ। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংসও। নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে ফেললেন। ফলে ১৭৭৫ সালে ভারতের ভাগ্য ইংরেজদের অনুকূলে গিয়ে উপস্থিত। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পর যখন রানি ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসন ভার গ্রহণ করে নিলেন তখন থেকেই শুরু হল ভারতে প্রকৃত ইংরেজ শাসন। তার আগে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন ছিল। এতো গেল ভারতের ব্রিটিশ শক্তির প্রভাব বিস্তারের কথা। এবারে আসি মূল ঘটনায়।

১৯১৯ সালে তখন সারা ভারত জ্বলতে শুরু করেছে। জালিওয়ান ওয়ালা বাগের ঘটনায় তখন সব ভারতীয়া বিচলিত হয়ে পড়েছে। এদিকে বিপ্লবী ভাগৎ সিং জালিয়ান ওয়ালাবাগ পরিদর্শন করেন এবং সেখানকার মাটি সংগ্রহ করে নিয়ে এসে হিন্দুস্থান রি পাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের সভ্যসদদের হাতে দিয়ে শপথ বাক্য পাঠ করালেন। এদিকে ব্রিটিশ শক্তি সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে যে জালিওয়ান ওয়ালাবাগের ঘটনার বেশ যেন সারা ভারতে ছড়িয়ে না পড়ে। তার জন্য ব্রিটিশ জায়েলমা বিভাগ তৎপর হয়ে উঠল। এমনভাবে সেই সময়ে ভারতের পরিস্থিতিকে তৈরি করলো ব্রিটিশ রাজ যাতে সবার নজর অন্য দিকে ঘুরে যায়। তার ফলে মনস্ত্ব ঘটনাটাকে ধামা দিয়ে ফেলেল ব্রিটিশ সরকার। তারা বুঝতে পেরে গিয়েছিল একটি বড় ধরনের ভুল কাজ হয়ে গিয়েছে।

## আত্মবলিদান

### দিবস

#### বিশেষ প্রতিবেদক

আত্মবলিদান দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি। প্রীতিভাতা ঘরান্দেদার। বিপ্লূর্বক যোষণা করিতেছি। যেই প্রতিভানের উচ্চ আদর্শ অনুপ্রাণিত হইয়া অত্যাচারীর স্বার্থ সাধনে প্রয়োগকারী সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ সাধন করিয়া আমরা মাতৃভূমি ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তন করিতে ইচ্ছক। আমি সেই ভারতীয় রিপাবলিকান আর্মির চট্টগ্রাম শাখার একজন সদস্য। এই বিখ্যাত ‘চট্টগ্রাম শাখা’ দেশের যুবকদের দেশপ্রেমকে নবচেতনায় উদ্ভুদ্ধ করিয়াছে। ‘স্মরণীয় ১৯৩০-এর ১৮ এপ্রিল এবং উহার পরবর্তী পবিত্র জালালাবাদ ও পিরে কালার পুল, ধলঘাট সহ বিভিন্নস্থানে বিরোচিত কার্যসমূহ ভারতীয় মুক্তিকামী বিদ্রোহীদের মনে এক নতুন প্রেরণা জাগাইয়া তুলিয়াছে। আমি এইরূপ গৌরবমণ্ডিত একটি সংঘের সদস্য হইতে পারিয়া রিজেঞ্জে সৌভাগ্য বোধী অনুভব করিতেছি। আমরা দেশের মুক্তির জন্যই এই সমস্ত যুদ্ধ করিতেছি। অদ্যকার পাহাড় তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ স্বাধীনতা যুদ্ধের একটি অংশ। আমাদের দলের মহামান্য ও পূজনীয় নেতা মাস্টারদা অদ্যকার এই সমস্ত অভিযানে যোগ দিবার জন্য যখন আমাদের ডাক মিলেন, তখন আমি নিজেকে যথেষ্ট সৌভাগ্যবতী মনে করিয়াছিলাম। মনে হইল, এতদিনে আমার বহু প্রত্যাশিত অভীষ্ট সিদ্ধ হইল এবং সম্পূর্ণ দায়িত্ব লইয়া আমি এই কর্তব্যভার গ্রহণ করিলাম। এই উন্নত ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট নেতৃত্ব যখন আমার মনে একটি মেয়েকে এই গুরুত্ত্বার অর্পণ করেন তখন এতগুলি কর্মঠ ও যোগ্যতার ভাইয়েরা বর্তমান থাকিতে অভিযানে নেতৃত্বের ব্যপার একজন ভগিনীর ওপর কেন ন্যস্ত হইবে, এই বলিয়া আমি আপত্তি জানাইলাম। (সংগৃহীত)

## টলিউড ছেড়ে বলিউডে গিয়ে অভিনেত্রী মিঠু মুখার্জি ভুল করেন

#### সুমন গুপ্ত

মৌচাকের মধুর মতনই মিঠু ছিলেন নায়িকা-অভিনেত্রী মিঠু মুখার্জি, আজ তাঁর চলে যাওয়ার খবরটি পেয়ে মন কিছুতেই মেনে নেয়নি। উনি চির অমর হয়ে থাকবেন তাঁর অভিনীত ছবিগুলোর মধ্যে দিয়েই। গুঁর অভিনীত ‘স্বয়ংসিদ্ধা’ আর ‘মৌচাক’ ছবি দুটি আমার সবচেয়ে পছন্দের। খুব কিছু লেখালেখি হয়নি মিঠু মুখার্জিকে নিয়ে কারণ একটা দীর্ঘ সময় উনি মিডিয়াকে দূরেই রেখেছিলেন নিজের থেকে। ১৯৭৫ সালটা মিঠু মুখার্জির অভিনয় জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য বছর। কারণ সে বছরেই স্বয়ংসিদ্ধা বক্স অফিসের বিচারে রীতিমতো সফল ছিল। এই ছবিতে নায়ক রঞ্জিত মল্লিক। ‘মৌচাক’ ও ‘স্বয়ংসিদ্ধা’ হিট করার



রঞ্জিত মিঠুর জুটির একটা চাহিদা তৈরি হল টালিগঞ্জে। নায়ক নায়িকা হিসেবে তাদের অনন্যমন কেমিস্টিকে দর্শকরা স্বাগত জানালেন। রঞ্জিত মল্লিকের কাছে জানতে চেয়েছিলাম মিঠুর কথা। বলেছিল, ওয়াডারফুল অ্যাক্ট্রেস। একবারের বেশি দু’বার কোন সিন ওকে বোঝানোর দরকার পড়তো না। পর্দায় নিজের রোলটাকে নিয়ে যা খুশি করতে পারত। অর্থাৎ অভিনয় করতে টেনশন অথবা বাড়তি চাপ এসব কিছুই ছিল না। সত্যি কথা বলতে কি মিঠুর কথা থেকে আমার খারাপ লাগে। যে সময় বাংলা ছবিতে ওর সব থেকে বেশি প্রয়োজন ছিল, তখনই হিন্দি ছবিতে কাজ করার জন্য বসে চলে গেল। টলিগঞ্জে ওর হঠাৎ করে ছেড়ে যাওয়া জায়গাটা আরেকজন এসে দখল করে নিল। এটাই তো স্বাভাবিক নইলে মিঠুর মত এত গুণী এক অভিনেত্রী অচিরেই এক নম্বর নায়িকার জায়গাটা নিতে

## ‘আয়ুর্বেদ দিবস’ সারা ভারত তথা বিশ্ব জুড়ে নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হচ্ছে

#### ড. পার্থ প্রতিম বিশ্বাস

২৩শে সেপ্টেম্বর আয়ুর্বেদ দিবসে ভারত ও বিদেশের ব্যাপক জন অংশগ্রহণ। আয়ুর্বেদ হল একটি সুসংগত ও ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা পদ্ধতি, যার উদ্ভব আনুমানিক তিন

এই ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা পদ্ধতিকে সমর্থন জানাতে ayurveda day.org.in পোর্টালে প্রায় ৮৯ লক্ষ ব্যক্তি নিরঙ্কিত হয়েছেন। ৩০টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ৯,৭৭,০০টি তৃণমূল পর্যায়ের



হাজার বছর পূর্বে ভারতে হয়েছিল। এই নামকরণের উৎস সংস্কৃত শব্দমালা; যেখানে ‘আয়ুর্’ বলতে জীবন এবং ‘বেদ’ বলতে জ্ঞান বা বিজ্ঞানসম্মত শাস্ত্রকে বোঝা, যার সম্মিলিত অর্থ হলো জীবনের বিজ্ঞান। আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা যা মূলত উপসর্গ প্রশমনের ওপর গুরুত্বারোপ করে, আয়ুর্বেদ তা থেকে স্বতন্ত্র; এটি মানসিক, শারীরিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার মধ্যে একটি সুবহু ভারসাম্য বহন রাখতে উৎসাহিত করে। এই চিকিৎসা শাস্ত্রটি মূলত তিনটি প্রধান শারীরিক উপাদান বা ‘দোষ’ (বাত, পিত্ত ও কফ)-এর তাত্ত্বিক কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়। ব্যক্তিগত খ্যাতিদ্রাস্য, ভেষজ ঔষধ, জীবনযাত্রার পরিবর্তন, যোগব্যায়াম এবং শরীর detoxification বা বিষমুক্তকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এটি সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করে। ২৩শে সেপ্টেম্বর পালিত এই একাদশ আয়ুর্বেদ দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল ‘সুস্থ আগামীরা জন্য আয়ুর্বেদ’।

উদ্যোগ নথিভুক্ত করা হয়েছে, যেখানে ও লক্ষেরও বেশি স্বীকৃত অংশগ্রহণকারী যুক্ত ছিলেন। আয়ুর্ষ মন্ত্রকের তথা অনুসন্ধানী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, উচ্চশিক্ষায়তনিক কেন্দ্র, স্বাস্থ্য ও পুষ্হতা কেন্দ্র এবং সামাজিক সংগঠনসমূহ শিক্ষা বিষয়ক সেমিনার, চিকিৎসা সেবা কর্মসূচি এবং সচেতনতামূলক কার্যক্রম মাধ্যমে এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অংশগ্রহণের মাত্রা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি করেছে। এই উদযাপন আন্তর্জাতিকভাবেও বিস্তৃত হয়েছে, যেখানে ১০টি দেশ ও অঞ্চল থেকে কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে এবং ১, ৯০০-এর বেশি আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণকারী এতে যুক্ত হয়েছেন। অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, স্পেন, অস্ট্রেলিয়া, ডেনমার্ক, বুলগেরিয়া,আলজেরিয়া, আফগানি স্তান, আইসল্যান্ড ইত্যাদি দেশ যা স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং জ্ঞান বিস্তারের ক্ষেত্রে আয়ুর্বেদের ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক প্রভাবেক চিহ্নিত করে।



## পঞ্জিকা মতে নিখুঁত সময়ের হিসেব

# সাতসকালেই সন্ধিপূজো! অষ্টমীর অঞ্জলি কখন? ২০২৬-এর সময়সূচি নিয়ে সম্পূর্ণ বিভ্রান্তির অবসান

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ দুর্গাপূজো মানেই অষ্টমীর অঞ্জলি। কিন্তু এবছর, ২০২৬ সালে সেই চেনা ছবিটাই বদলে যেতে চলেছে। কারণ এবার সন্ধিপূজো পড়েছে সাতসকালেই। আর তাতেই তৈরি হয়েছে চরম বিভ্রান্তি - অঞ্জলি দেব কখন? পূজো কমিটি থেকে বনেদি বাড়ি, সর্বত্র একটাই প্রশ্ন ঘুরছে। আপনার মনের এই দ্বিধা দূর করতেই রইল পঞ্জিকা মতে নিখুঁত সময়ের হিসেব। সন্ধিপূজো আসলে কী? কেন ৪৮ মিনিটই সব? অনেকেই ভাবেন সন্ধিপূজো মানে সন্ধ্যাবেলার পূজো। একবারেই নয়। ‘সন্ধি’ শব্দের অর্থ মিলন। দুর্গাপূজার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি তিথি - মহাষ্টমী ও মহানবমীর মিলনক্ষণই হল সন্ধিপূজো। পুরাণ মতে, এই সন্ধিক্ষণেই দেবী দুর্গা চামুণ্ডা রূপ ধারণ করে চণ্ড ও মুণ্ড নামে দুই অসুরকে বধ করেছিলেন। তাই এই সমঝটিকে অত্যন্ত পবিত্র ও শক্তিশালী মনে করা হয়শাস্ত্র মতে এই মহাসন্ধিক্ষণের স্থায়িত্ব মাত্র ৪৮ মিনিট। অষ্টমী তিথির প্রথম ২৪ মিনিট ও নবমী তিথির প্রথম ২৪ মিনিট - এই মোট ৪৮ মিনিট ধরেই চলে এই বিশেষ পূজো। এই সময়ের কোনও ধরাবাধা ঘড়ির সময় নেই। এটি সম্পূর্ণ নির্ভর করে চাঁদের গতিবিধির উপর। তিথি কখন শুরু হচ্ছে, কখন শেষ হচ্ছে, তার উপর ভিত্তি করেই প্রতি বছর গুণ্ডপ্রেস ও বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার পণ্ডিতেরা এই ৪৮ মিনিট বের করেন। তাই প্রতি বছরই সন্ধিপূজার সময় বদলে যায়।এই



সোমবার। কিন্তু এই তিথি খুব সকালেই শেষ হয়ে নবমী শুরু হয়ে যাচ্ছে। তাই সন্ধিপূজোও এগিয়ে এসেছে সকালে। এখানেই দুই পঞ্জিকার মধ্যে সময়ের ফারাক দেখা দিয়েছে, যা বিভ্রান্তি আরও বাড়িয়েছে। ১. গুণ্ডপ্রেস পঞ্জিকা মতে গুণ্ডপ্রেস পঞ্জিকা বাঙালির ঘরে ঘরে সবচেয়ে বেশি অনুসরণ করা হয়। এই পঞ্জিকা অনুযায়ী ২০২৬ সালের সন্ধিপূজোর

মহাসন্ধিক্ষণ হল -তারিখঃ ১৯ অক্টোবর, ২০২৬, সোমবার সময় সকাল ৭টা ২৫ মিনিট ১৫ সেকেন্ড থেকে সকাল ৮টা ১৩ মিনিট ১৫ সেকেন্ড পর্যন্ত। অর্থাৎ, মাত্র ৪৮ মিনিটের এই পূজো সকাল ৮টার মধ্যেই শেষ। ২.

কখন দেবেন? এটাই আসল প্রশ্নশাস্ত্রের কঠোর নিয়ম হল - মহাষ্টমীর অঞ্জলি এবং মহাষ্টমীর মূল পূজো সবসময় সন্ধিপূজো শুরু হওয়ার আগেই শেষ করতে হবে। কারণ সন্ধিপূজোর মাধ্যমেই নবমী তিথিকে আবাহন করা হয়। তাই কমিটিগুলিকে তাই এবার অত্যন্ত সকালে অঞ্জলির সময় ভোর ৬টা থেকে সকাল ৭টা ১৫ মিনিটের মধ্যে অনেক মণ্ডপে হয়তো দুবার অঞ্জলি হয়। সেক্ষেত্রে প্রথম অঞ্জলি ভোর ৬টায় এবং দ্বিতীয় অঞ্জলি ৬টা ৪৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করার চেষ্টা করুন। আপনি যদি বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত বা বেলুড় মঠের সময় মেনে চলেন; তাহলে আপনার হাতে কিছুটা সময় বেশি থাকছে। অঞ্জলির সময়ঃ সকাল ৯টা ৩০ মিনিট থেকে ১০টা ১৫ মিনিটের মধ্যে।আপনার করণীয় কী? এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হল আপনি যে পাড়ার বা যে বাড়ির পূজাতে অঞ্জলি দেবেন, সেখানকার পুরোহিতের সঙ্গে একবার কথা বলে নেওয়া। কারণ প্রতিটি মণ্ডপ তাদের নিজস্ব পঞ্জিকা অনুযায়ী সময় ঠিক করা।তবে একটি বিষয় নিশ্চিত - এবছর অষ্টমীর দিন দেরি করে যুম থেকে উঠলে অঞ্জলি মিস হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তাই অ্যালার্ম দিয়ে রাখুন। সকাল সকাল স্নান সেরে, নতুন জামা পরে প্রস্তুত থাকুন মায়ের পায়ে, ফুল দেওয়ার জন্য। মনে রাখবেন, সন্ধিপূজো বছরে একবারই আসে এবং এই ৪৮ মিনিট অত্যন্ত স্তব্ধ। এই সময় প্রদীপ জ্বালিয়ে মায়ের চামুণ্ডা রূপের আরাধনা করলে সকল বাধা দূর হয় বলে বিশ্বাস করা হয়। তাই এবছর সাতসকালেই মণ্ডপে পৌঁছে যান। অষ্টমীর অঞ্জলি এবং সন্ধিপূজো - দুটোরই সাক্ষী থাকুন।

# সিএমআরএল মামলায় পিনারাই বিজয়ন ও পরিবারের বিরুদ্ধে তদন্তের অনুমতি, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ সিপিএমের

কোচিন,২৩ সেপ্টেম্বরঃ কেরলের সরকার বদলের পরই প্রাচীন মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন এবং তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে গুটা দুর্নীতির অভিযোগ থিরে নতুন করে তপরতা শুরু হল। কোচিন মিনারেলস অ্যান্ড রুটাইল লিমিটেড (সিএমআরএল)-কে কেন্দ্র করে কথিত আর্থিক অনিয়ম ও ঘুষের অভিযোগের তদন্তে এবার রাজ্য পুলিশকে অনুমতি দিল কেরল সরকার।একফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র প্রস্তাবের ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তর। যদিও গোটা ঘটনায় রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ তুলেছে সিপিআই(এম)।

মঙ্গলবার কেরলের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, ইডির দেওয়া রিপোর্টের ভিত্তিতে রাজ্য পুলিশের অপরাধ দমন শাখা প্রথমে অভিযোগগুলির প্রাথমিক তদন্ত করবে। সেই তদন্তে প্রয়োজনীয় তথ্য ও প্রমাণ সামনে এলে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের অধীনে একসাইআর দায়ের করা হবে কি না, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। অর্থা, এই মুহূর্তে সরাসরি একসাইআর দায়ের না করে প্রথমে প্রমাণ তদন্তের পথেই হাটছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রমেশ চেন্নিথাল্লা সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছেন, সিপিআই(এম)-এর নেতাদের বিরুদ্ধে গুটা অভিযোগের

ভিত্তিতেই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তার দাবি, এই সিদ্ধান্তের পিছনে কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই। আইনি প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবেই রাজ্য সরকার ইডির প্রস্তাব খতিয়ে দেখে তদন্তের অনুমতি দিয়েছে।তবে সরকারের এই বক্তব্যে সন্তুষ্ট নয় সিপিআই(এম)। দলের তরফে গোটা ঘটনাকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা হিসেবে দেখানো হয়েছে। তাদের বক্তব্য, কেরলে ক্ষমতার পালাবদলের পর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিশানা করা হচ্ছে।ফলে তদন্ত শুরুর সিদ্ধান্তকে ঘিরে কেরলের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চাপানউতোর তৈরি

হয়েছে। সিএমআরএল-কে ঘিরে এই বিতর্ক অলশ্য নতুন নয়। সংস্থাটির সঙ্গে সম্পর্কিত কথিত আর্থিক লেনদেন ও অনিয়মের তদন্ত করতে গিয়ে পিনারাই বিজয়ন, তাঁর মেয়ে টি বীণা এবং বিজয়নের জামাই তথা সিপিআই(এম) নেতা পি এ মহম্মদ রিয়াসের নাম সামনে আসে। এই অভিযোগের সূত্র ধরেই ইডি তদন্ত চালাচ্ছিল। বিধানসভা নির্বাচনের আগে থেকেই বিজয়ন ও তাঁর মেয়াকে কেন্দ্র করে তদন্তকারী সংস্থার তপরতা দেখা যায়। তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত একাধিক ঠিকানায় ইডি আধিকারিকরা তদ্রাশিও

চালান।ইডির তদন্তে উঠে আসা তথ্যের ভিত্তিতে পিনারাই বিজয়ন, টি বীণা এবং মহম্মদ রিয়াসের বিরুদ্ধে একসাইআর দায়েরের জন্য কেরল পুলিশের ডিভির কাছে আবেদন করা হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি ছিল, তদন্তে এমন কিছু তথ্য ও প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, যার ভিত্তিতে দুর্নীতি প্রতিবেদন দাখিল-সহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আইনের অধীনে পৃথক মামলা দায়ের করার প্রয়োজন রয়েছে।ইডির বক্তব্য অনুযায়ী, সিএমআরএল মামলায় এমন কিছু সম্ভাব্য অপরাধের বিষয় উঠে এসেছে, যেগুলি তাদের তদন্তের আওতার মধ্যে পড়ে না।

# উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের তিনটি বিভাগে বিভিন্ন স্টেশনে পরিচ্ছন্নতা সচেতনতা এবং পরিবেশ সুরক্ষা সম্পর্কিত অসংখ্য কর্মসূচির আয়োজন

গরখপূর, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর, ২০২৬ পর্যন্ত তিনটিয় রেল জুড়ে পরিচালিত স্বচ্ছতা্‌ই সেবা-২০২৬ অভিযানের অংশ হিসাবে, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে সদর দপ্তর, গোখরপুর এবং তিনটি বিভাগ জুড়ে বিভিন্ন স্টেশনে

পরিচ্ছন্নতা সচেতনতা এবং পরিবেশ সুরক্ষা সম্পর্কিত অসংখ্য কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। এই কর্মসূচির মূল বিষয় ছিল পরিচ্ছন্নময় জনগণের অংশগ্রহণ, একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক না বলুন। এই ধারাবাহিকতায়, ইএনএইচএম উইং উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে সদর দপ্তর,

গোখরপুরে বিভিন্ন পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশ সচেতনতামূলক কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়েছিল। জটপুর রেলওয়ে স্টেশনে তে বর্জ্য পৃথকীকরণ, জৈব বর্জ্য থেকে কম্পোস্ট তৈরি এবং প্লাস্টিকের ব্যবহার সম্পর্কে একটি সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। বাসিন্দাদের একবার

ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক পরিহার করতে এবং প্লাস্টিকের ব্যাগের পরিবর্তে পুনর্ব্যবহারযোগ্য কাগজের ব্যাগ ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা হয়েছিল। লখনউ বিভাগের প্রধান স্টেশনগুলিতে পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু করা হয়েছিল এবং রেল কলোনিগুলিতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে

সচেতনতামূলক প্রচার চালানো হয়েছিল, যেখানে রেল কর্মচারীদেরও বিভিন্ন রঙের ডাস্টবিন ব্যবহার ও বর্জ্য নিষ্কাশন সম্পর্কে জানানো হয়। রেল কর্মচারীদের একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের স্বাস্থ্যগত প্রভাব সম্পর্কেও অবহিত করা হয়েছিল।

# কর্ণসুবর্ণ-খাগড়াঘাট রোডের মধ্যবর্তী লেভেল ক্রসিংগুলিতে নিরাপত্তা জোরদার করল পূর্ব রেল

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ মাননীয় রেলমন্ত্রীর নির্দেশনামুযায়ী এবং লেভেল ক্রসিংগুলিতে নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে পূর্ব রেলের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে পূর্ব রেলওড়া ডিভিশনের কর্ণসুবর্ণ-খাগড়াঘাট রোড ব্লক সেকশনের তিনটি লেভেল ক্রসিং গেটে ‘নন-ইন্টারলকড লেভেল ক্রসিং’ গেট রিয়েল-টাইম পর্যবেক্ষণের জন্য ‘এনআইএলসি অটো পিএন (প্রাইভেট নম্বর) সিস্টেম’ সফলভাবে চালু করা হয়েছে। এই

ব্যবস্থাটি লেভেল ক্রসিং গেট নম্বর ২৪৫২, ২৪৫৪ এবং ২৪৫৫-এ কার্যকর করা হয়েছে, যা এই নন-ইন্টারলকড লেভেল ক্রসিং গেটগুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রযুক্তিনির্ভর অতিরিক্ত সুরক্ষাবলয় নিশ্চিত করেছে। পূর্ব রেলের জেলালে ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পাণ্ডে নন-ইন্টারলকড লেভেল ক্রসিং গেটগুলিতে এই ধরনের উন্নত সুরক্ষা ব্যবস্থা দ্রুত কার্যকর করার বিষয়টি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও ত্বরান্বিত করছেন। নবপ্রবর্তিত এই ব্যবস্থার কার্যকারিতা খতিয়ে দেখতে এবং সরেজমিনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করতে তিনি আজ

কর্ণসুবর্ণের নিকটবর্তী লেভেল ক্রসিং গেটে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে জেলালে ম্যানেজার লেভেল ক্রসিং গেটের নির্ধারিত পরিচালন পদ্ধতি খতিয়ে দেখেন এবং গেটম্যানের সাথে কথা বলে সুরক্ষা বিধি, গেট পরিচালনার নিয়মাবলী, জরুরি পরিস্থিতির প্রটোকল ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত জ্ঞানের মূল্যায়ন করেন। সুরক্ষামূলক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তিনি নির্ধারিত নিয়মাবলী কঠোরভাবে মেনে চলা এবং সর্বদা সতর্ক থাকার গুণের বিশেষ জোর দেন। এছাড়াও শ্রীমতী গীতিকা পাণ্ডে কর্ণসুবর্ণ স্টেশনের ইন্টারলকিং প্যালেম পরিদর্শন করেন। তিনি কর্তব্যরত স্টেশন মাস্টারের সাথে মতবিনিময় করেন এবং সিগন্যালের প্যালেমের কার্যকারিতা, ট্রেন পরিচালনার পদ্ধতি ও সংশ্লিষ্ট সুরক্ষা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করেন। পরিদর্শনকালে জেলালের ম্যানেজারের সাথে উপস্থিত ছিলেন হাওড়ার ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ডিআরএম) শ্রী বিশাল কাপুর এবং পূর্ব রেল সদর দপ্তর ও হাওড়া ডিভিশনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকবৃন্দ। নবপ্রবর্তিত এই ‘এনআইএলসি অটো পিএন

সিস্টেম’-এর মাধ্যমে স্টেশন মাস্টার রিয়েল-টাইমে লেভেল ক্রসিং গেটের স্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন এবং নির্ধারিত পরিচালন বিধি মেনে গেটম্যানের সাথে সুনির্দিষ্ট পিএন-ভিত্তিক যোগাযোগ রক্ষা করতে পারবেন।

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><b>NAME CHANGE</b></div> <div>OLD NAME SOLATA PAUL S/O LT SUNIL KUMAR PAUL R/O VILL PASCHIM HARINDANGA P.O HARITALA P.S HANSKHALI DIST NADIA. I HAVE CHANGED MY NAME SOLATA PAUL TO SULATA PAUL AND HENCE FORTH I SHALL BE KNOWN AS SULATA PAUL IN ALL PURPOSE. VIDE AFFIDAVIT SL NO 37701 BY JUDICIAL MAGISTRATE RANAGHAT COURT ON 21-9-26 SULATA PAUL AND SOLATA PAUL BOTH ARE SAME PERSON. MY ACTUAL VILLAGE NAME IS PASCHIM HARINDANGA.</div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><b>AFFIDAVIT</b></div> <div>Hapijiu Miya. S/O. Majiruddin Miya., Residing at Vill. &amp; P.O. Panishala, P.S. Kotwali, Dist. Coochbehar, Pin Code. 736134. That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 2002 0941587. Wherein my and my father's name has been recorded as Hafjiul Miya., S/O. Majiruddin Miah, That Said Majiruddin Miya and Hafjiul Miah, is one and same identical person. That Said Majiruddin Miya and Majiruddin Miah, is one and same identical person. Vide Affidavit SL No. 62, Date. 23/09/26. Before The Notary Public, Sadar, Coochbehar.</div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

২০২৬-২৭ অর্থবছরে

## দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়েতে পণ্য পরিবহনে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি



কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে শক্তিশালী কর্মদক্ষতা বজায় রেখেছে। পূর্ববর্তী বছরের ৯৪.৯৪ মিলিয়ন টনের তুলনায় ৫.৪২ প্রবৃদ্ধি অর্জন করে, ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে-অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় ৯ দিন আগেই সংস্থাটি ১০০ মিলিয়ন টন পণ্য পরিবহনের গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক স্পর্শ করেছে। সেপ্টেম্বর মাসেও এই ইতিবাচক ধারা অব্যাহত রয়েছে। ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের মোট পণ্য পরিবহনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১০১.৩৩ মিলিয়ন টনে, যা গত বছরের ৯৬.০৫ মিলিয়ন টনের তুলনায় ৫.৫০ বেশি। প্রধান পণ্যসমূহ এই প্রবৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেঃ কয়লাঃ সেপ্টেম্বর মাসে পরিবহনের পরিমাণ ২১.১৩ বৃদ্ধি পেয়েছে মোট পরিবহনের পরিমাণ বেড়েছে ৬.৪১। ইস্পাতঃ মোট পরিবহনের পরিমাণ ১৫.৯৮ বৃদ্ধি পেয়েছে। আকরিক লোহাঃ মোট পরিবহনের পরিমাণ ৭.৫৫ বৃদ্ধি পেয়েছে। চক্রধরপুর ডিভিশন এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করেছে সেখানে পরিবহনের পরিমাণ ৭০.৯৭ মিলিয়ন টন থেকে বেড়ে ৭৫.৮৯ মিলিয়ন টন হয়েছে (৬.৯৪ প্রবৃদ্ধি)। অন্যদিকে, খড়গপুর ডিভিশনে পরিবহনের পরিমাণ ১২.০৬ মিলিয়ন টন থেকে বেড়ে ১২.৪৮ মিলিয়ন টন হয়েছে (৩.৪৪ প্রবৃদ্ধি)। ১০০ মিলিয়ন টন পণ্য পরিবহনের মাইলফলক দ্রুত অর্জন এবং প্রধান পণ্যগুলোর ক্ষেত্রে ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি-চর্চাতি অর্থবছরে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে শক্তিশালী ও ধারাবাহিক কর্মদক্ষতারই প্রতিফলন।

### নরেন্দ্রপুর মামলায় সিবিআই

১-র পাতার পর-মামলাগুলির ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের নির্দিষ্ট নির্দেশ রয়েছে। দেশের শীর্ষ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, সিবিআই-কে এই ধরনের জটিল সহিবার জালিয়াতির ক্ষেত্রে প্রাথমিক তদন্তকারী সংস্থা হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশের হাত থেকে এই মামলার তদন্তভার কেন্দ্রীয় সংস্থার হাতে দেওয়া প্রয়োজন, তার সপক্ষে জোরালো যুক্তি পেশ করেন আইনজীবীরা। উভয় পক্ষের সওয়াল-জবাব শোনার পর সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে নরেন্দ্রপুর থানার হওয়া এই মামলার তদন্তভার সিবিআই-এর হাতে স্থানান্তরের নির্দেশ দেয় হাইকোর্টের একক বেঞ্চ। আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী সাত দিনের মধ্যে রাজ্য পুলিশ ও থানাকে এই মামলার যাবতীয় তদন্তের নথি, এক্সাইআর এবং বাজেয়াপ্ত করা ডিজিটাল প্রমাণের সমস্ত ফাইল সিবিআই আধিকারিকদের কাছে হস্তান্তর করতে হবে।

### ‘ভোট চুরি সংবিধানের বিরুদ্ধে, ফল

১-র পাতার পর-নিয়ন্ত্রণ নিয়েও দুই কমিশনার প্রশ্ন তুলেছিলেন। নির্বাচন কমিশনের তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থায় ভোটের তালিকার তথ্যের প্রবেশাধিকার ধীরে ধীরে কেন্দ্রীকরণ হচ্ছে কি না, তা নিয়ে আপত্তি জানানো হয়েছিল। এমনকী বিকয়াট নিয়ে কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট সচিবের কাছেও চিঠি দেওয়া হয়েছিল বলে দাবি করেছে সংবাদমাধ্যমটি। এই রিপোর্ট প্রকাশের পর নির্বাচন কমিশন সূত্রে অবশ্য ভিন্ন বক্তব্য সামনে এসেছে। সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া বক্তব্যে কমিশন জানিয়েছে, সুখবীর সিং সান্নু এবং বিবেক যোশী বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন বা উদ্বেগ জানিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু এসআইআর-সহ কমিশনের কোনও সিদ্ধান্তই সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে একতরফা ভাবে নেওয়া হয়নি। কমিশনের দাবি, তিন নির্বাচন কমিশনার-প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার, সান্নু এবং যোশীর সম্মতিতেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ফলে এসআইআর নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্কের পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের অভ্যন্তরীণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াও নতুন করে আলোচনায় এসেছে।

### নির্বাচন কমিশনে বিস্ফোরক মতবিরোধ!

১-র পাতার পর-কর্ম বদল, ভোটার-তথ্যের নিয়ন্ত্রণ, এমনকী পশ্চিমবঙ্গ ভোটারের নাম পুনর্বহাল নিয়ে আপিল-নির্বাচন কমিশনের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েই কমিশনের অন্দরে গুরুতর মতবিরোধ তৈরি হয়েছিল। গত ১০ মাসে অন্তত ১৪ বার লিখিত ভাবে আপত্তি জানিয়েছিলেন তিন সদস্যের নির্বাচন কমিশনের দুই নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্নু এবং বিবেক জোশী। প্রতিবেদনে দাবি, দুই নির্বাচন কমিশনারের আপত্তির কেন্দ্রে ছিল এমন কিছু সিদ্ধান্ত, যা তাঁদের বক্তব্য অনুযায়ী তাদের না জানিয়েই নেওয়া হয়েছিল। কোণও কোণও পদক্ষেপকে তারা ‘আনঅথরাইজড’ এবং ‘ইলগি্যাল’ বলেও লিখিত ভাবে চিহ্নিত করান। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ, আপত্তিগুলির অনেকটাই সরাসরি ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করা, বাদ দেওয়া বা পুনর্বহালের মতো মৌলিক বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত।

### পুজো নবান্নের বড় উপহার!

১-র পাতার পর-পাণ্ডার তালিকায় থাকছে অতিরিক্ত প্রাপ্তিও। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী, মেমো নম্বর ২৮৩৪-এফ(পি২) মেনে অক্টোবর মাসের বেতনের সঙ্গেই সরকারি কর্মীরা পাবেন তাঁদের বর্ষান্ত্র মহাশ্র ভাতা এবং অসমরপ্রভা পাবেন ডায়ারির সেরিলিফ। ফলে পৃথক মূখে অনেকটাই বেশি টাকা পকেটে নিয়ে উৎসবে মেতে ওঠার সুযোগ পাবছেন কর্মচারীরা। নবান্নের জারি করা এই নির্দেশে ট্রেন্জারি ও ডিডিও-দের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন নির্ধারিত তারিখের অনেক আগেই সমস্ত বিল ও অ্যাবডাইন্স জমা দেওয়া হয়, যাতে ১৫ অক্টোবরের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রত্যেকের আকাউন্টে টাকা জমা হওয়া নিশ্চিত করা যায়। প্রতি বছরে পূজোর আগে সরকারি কর্মীদের সুবিধার জন্য নবান্নের তরফে আগাম বেতন ছাড়ার নিয়ম রয়েছে। এবারও যষ্ঠার আগে বেতন ও ডিএ বকেয়া মোটানোর ফলে পূজোর কনোকাটায় যে জোয়ার আসবে, বলে মনে করা হচ্ছে।

### ‘পুরনো লিস্টে নতুন করে ভোটের

১-র পাতার পর-পুরোটাই হাইজ্যাক করেছিল বিজেপি। সীমা খান্নার ভূমিদাগ ও খতিয়ে দেখতে হবে। তাকে প্রথম এক্সপোজ করেছিলেন অভিযেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এসআইআর-এর নতুন মানে ব্যাখ্যা করেন। মমতার মতে, এটি এখন - স্পেশাল ইন্সপেক্টিড ফর কলিং পাটি! জ্ঞানেশ কুমারকে ফের একবার আক্রমণ করে মমতা বলেন, “যাঁর ভানিশি হওয়ার দরকার সে ভানিশি হলেই বিজেপির সম সম্ব হয়ে যাবে। এই যোরাটা ওঁর জন্য নয়। এসআইআরের নামে ইভিএম দখল করে, হাইজ্যাক করে জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধেই জিতিয়েছে।” এই ক্ষেত্রেই সীমা খান্নার নাম নিয়ে সরব হব মমতা। বলেন, তাঁর যাঁরা মদতদাতা তাঁদের প্রেক্ষতার দরকার। আসলে ২৬-এর নির্বাচনের অনেক আগেই সীমা খান্নার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন অভিযেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দাবি করেছিলেন, উনি (সীমা খান্না) নিজেরই স্বীকার করেছিলেন যে, কমিশনের আপ্তে গোলযোগ আছে। অভিযেকের অভিযোগ ছিল, এসআইআর-এ কমিশনের অ্যাপ ব্যবহার করে নাম বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে সীমাই মূল ‘কলকাটি’ নেড়েছিলেন। অভিযেকের আক্রমণের প্রায় এক মাস পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরও নিশানাতে ছিলেন সীমা। তাঁর দাবি ছিল, এআই দিনে কাজ করে ৫৮ লক্ষের নাম বাদ দিয়েছেন সীমা খান্না। এদিকে উনি নির্বাচন কমিশনের কেউ নন, বিজেপির অইটি সেলের। সেই প্রসঙ্গই এখন আবার ফিরে এল।

### ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ধর্মঘট!

১-র পাতার পর-থেকে ৬০ সেপ্টেম্বর ধর্মঘট হলে শাশাভিত্তিক পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা থাকছেই। এসব ক্ষেত্রে এটিএম, ইউপিএসআই, ইন্টারনেট ব্যান্কিং এবং মোবাইল ব্যান্কিংয়ের মতো ডিজিটাল পরিষেবা চালু থাকবে। তবে চেক ক্লিয়ারিং, নগদ লেনদেন বা শাখায় গিয়ে করাতে হয় এমন কাজের ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে। এদিকে কেন্দ্রীয় সরকার এবং ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ধর্মঘট না করার আবেদন জানিয়েছে। অর্থ মন্ত্রকের বক্তব্য, ইউনিয়নগুলির একাধিক দাবির মধ্যে পারফরম্যান্স লিফ্‌ড ইনসেনাটিভ বা পিএলআই নিয়ে একটি দাবি ইতিমধ্যেই স্থগিত রাখা হয়েছে। পাঁচ দিনের কর্মসূচিহের দাবি নিয়ে আলোচনার প্রক্রিয়া চলছে। ফলে ধর্মঘটের আগে ২৭ সেপ্টেম্বর ধর্মবিার ব্যাঙ্ক শোকার সিদ্ধান্তে কিছুটা স্থগি্ত মিলেও, ২৮ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর শাখাগুলির পরিষেবা কতটা স্বাভাবিক থাকবে, তা নির্ভর করবে ধর্মঘটের পরিস্থিতির উপর।

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><b>NAME CHANGE</b></div> <div>I., Tainus Saikh @ Tinus Saikh, S/O- Jabbar Saikh@ Jabbar Sekh resident of Vill- Rajkhar, P.O.- Khalishpur, P.S.-Kalna, Dist-Purba Bardhaman, West Bengal, Pin-713422, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as TINUS SEIKH in all purpose vide Affidavit No.-595 Dated 23/09/2026 sworn before The Notary Public at Purba Bardhaman. That Tainus Saikh, Tinus Saikh and Tinus Seikh all are same and one identical person.</div> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><b>নাম পরিবর্তন</b></div> <div>আমি Anoyara Bibi, W/O Aowal Mallick, প্রমঃ রনহা, পোঃলোহারপুর, থানাঃ নলহাটি, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। আমার স্বামীর সচিব নাম Aowal Mallick. কিন্তু স্বামীর ডিজিটাল রেশন কার্ড এবং মেয়ে Majeda Khatun এর স্কুল সেক্ষিটারের স্বামীর নাম Aaway Mallick লেখা আছে। ১৪.০৯.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট এল্‌ক্‌সিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে ২৬৭৭১ নম্বর এক্সিডেঁন্ট বলে ঘোষণা করছি Aowal Mallick and Aaway Mallick এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।</div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><b>NAME CHANGE</b></div> <div>I, SAJJIMUDDIN AHMED (old name) S/O- BALA MIYA residing at Fouz- dar Para, P.O. Bahadur, P.S. Kot- wali, Dist. Jalpaiguri W.B. do hereby declare that I have changed my name from SAJJIMUDDIN AHMED to SAJJIMUDDIN AHAMED(New Name) and henceforth I shall be known as SAJJIMUDDIN AHAMED(New Name) vide an affi- davit No. 351 sworn before the No- tary Public at Jalpaiguri dated 23/09/2026. SAJJIMUDDIN AHMED and SAJJIMUDDIN AHAMED is same and one identical person.</div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><b>NAME CHANGE</b></div> <div>I, Fazle Karim (Old name), resident of vill. Srikrishnapur Pakhuria, PO + PS<span> </span>: Rampurhat, Birbhurm do hereby declare that I have changed my name from Fazle Karim (Old name) to Fazley Karim (new name) and henceforth I shall be known as Fazley Karim in all purpose, vide af- fidavit No 16 sworn before the no- tary public at Rampurhat on 07.09.2026 Fazley Karim and Fazle Karim both are same and one iden- tical person.</div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><b>NAME CHANGE</b></div> <div>I, Nasrin Parveen (old name), resident of Vill: Locoopara, ward no 1, PO + PS<span> </span>: Rampurhat, Birbhurm do hereby declare that I have changed my name Nasrin Parveen (old name) to Nasrin Parvin (new name) and henceforth I shall be known as Nasrin Parvin in all purpose, vide af- fidavit No 15 sworn before the no- tary public at Rampurhat on 22.09.2026 Nasrin Parveen and Nasrin Parvin both are same and one identical person.</div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><b>NAME CHANGE</b></div> <div>I, Tapas Chandra Debnath (Old Name), S/O Paressh Debnath , Re- siding at Pallia Road ,PO- Pallia,North 24 Parganas, Pin-743701 West Bengal, India. do hereby declare that I have changed my name from Tapas Chandra Debnath (Old Name) to Tapas Debnath (new name) and henceforth I'll be known as Tapas Debnath (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata. vide affidavit Dated 23/09/2026. Tapas Debnath (New Name) and Tapas Chandra Debnath (Old Name) both are same and one iden- tical person</div> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><b>NAME CHANGE</b></div> <div>I, Ina Khan (old name) S/o- Kader Khan residing at Tajpur, Darermath, Murutia, Dist-Nadia, Pin-741158 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from INA KHAN to INER KHAN and henceforth I shall be known as INER KHAN (new name) in all pur- pose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore, Murshidabad dated 23/09/2026. INA KHAN (old name) and INER KHAN (new name) both are same and one identical person.</div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><b>NAME CHANGE</b></div> <div>I, Ayub Ali (old name) S/o- Yeasin SK residing at Khidirpur, Barupara, Har- lharpara, Dist- Murshidabad, Pin-742165 West Bengal, do hereby de- clare that I have changed my name from AYUB ALI to AYUB ALI SK and henceforth I shall be known as AYUB ALI SK (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore, Murshidabad dated 23/09/2026. JESHMINA BEGUM AND JESHMIN KHATUN BEGUM (old name) and JESHMIN KHA- TUN BEGUM (new name) both are same and one identical person.</div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><b>NAME CHANGE</b></div> <div>I, Jeshmina Begum and Jeshmin Khatun Begum (old name) W/o- Md Nijamuddin residing at Amirabad, Maricha, Raninagar, Dist- Murshidabad, Pin-742304 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from JESHMINA BEGUM AND JESHMIN KHATUN BEGUM to JESHMIN KHATUN and henceforth I shall be known as JESHMIN KHATUN (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore, Murshidabad dated 23/09/2026. JESHMINA BEGUM AND JESHMIN KHATUN BEGUM (old name) and JESHMIN KHA- TUN BEGUM (new name) both are same and one identical person.</div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><b>AFFIDAVIT</b></div> <div>I, RONI KUMAR GHOSH S/o- Late Samir Ghosh &amp; Sima Ghosh resid- ing at Vill- Gazna, P.O-East Bish- nupur, P.S.-Gaighata, Dist.-North 24 Parganas, PIN-743273 do hereby solemnly affirm and declare my actual residential address Vill-Gazna, PO-East Bishnupur, PS-Gaighata, Dist-North 24 Parganas, PIN-743273 and I declare that I have changed my name from RONI KUMAR GHOSH to RONI GHOSH (new name) in all purpose vide an affidavit No. 18675 sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Seal- dah dated 31/08/2026. Raqeeba Ahmed and Raqeeba Khaton is same and one identical person.</div> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# ‘বাউন্সি পিচে কীভাবে চাপ সামলায় দেখব’

## বৈভবকে হুঁশিয়ারি কিউয়ি কোচের



সংবাদ সংস্থা, ওয়েলিংটন, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ নিউজিল্যান্ড সিরিজের বহু আগে থেকেই চর্চায় একজনের নাম- বৈভব সূর্যবংশী। টিম ইন্ডিয়ায় তাবা। তাবড় ব্যাটার আহেনা। তা সত্ত্বেও ১৫ বছর বয়সকেই নিশানা করলেন কিউয়িদের কোচ। আপাতত এশিয়ান গেমস তার পাখির চোখ। এরপর নিউজিল্যান্ডে গিয়ে সিরিজ। এতদিন মূলত ভারতের পিচেই খেলেছে বৈভব। তা নিয়ে এখন থেকেই হুমকি দিয়ে রাখলেন নিউজিল্যান্ডের কোচ রব ওয়াল্টার। তিনি বলেনছেন, “আমি দেখতে চাই, গতিময় ও বাউন্সি পিচে বৈভব কীরকম খেলে। তখন বোঝা যাবে, পার্থক্য কোথায়? নিঃসন্দেহে বৈভব দারুণ প্লেয়ার। আইপিএলে দেখেছি, বিশ্বের সেরা বোলারদের উপর

আধিপত্য ফলাতো। কিন্তু আসল পরীক্ষা হল, বিভিন্ন পরিবেশ-পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছে কি না। আমাদের দেশে এলেই বুঝতে পারবে, ওকে কীরকম বল করি।” তার সংযোজন, “রিপক্ষ দলের কোচ হিসেবে আমি চাইব, ওকে চাপে ফেলতে। তবেই তো বোঝা যাবে, কীভাবে পালটা দেয়। দেখা যাক, কী হয়। যদি ও শেষ পর্যন্ত না খেলে, তাহলে ওর থেকে আরও অনেক ভালো প্লেয়ার আছে।” এখনও নিউজিল্যান্ড সিরিজের দল ঘোষণা করেনি বিসিসিআই। তবে সদ্য নিউজিল্যান্ড দল জানিয়েছে। ফলে বৈভব আদৌ সুযোগ পাবে কি না, বা নিউজিল্যান্ডে গিয়ে খেলবে কি না, নিশ্চিত নয়। তাছাড়া সদ্য দেশের মাটিতে আফগান সিরিজে প্রথম একাদশে সুযোগই পায়নি বৈভব। সামনে এশিয়ান গেমস। তারপর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজ। এরপর নিউজিল্যান্ড সফর। সেখানে ২২ অক্টোবর থেকে টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হবে। তাছাড়া গতবছর ভারতের কাছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হারের জ্বালাও রয়েছে নিউজিল্যান্ডের। সেটারও ‘বদলা’য় নজর থাকবে।

# ছাংতের হ্যাটট্রিক, শ্রীনিধিকে ৬ গোল মোহনবাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ কলকাতা লিগ জয়ের রেশ এখনও কাটেনি। এই আবেহেই বুধবার আইএফএ শিল্পের উদ্বোধনী ম্যাচে শ্রীনিধি ডেকানকে ৬-০ গোলে উড়িয়ে দিল



মোহনবাগান। এই ম্যাচে নামার আগে কলকাতা লিগ জয়ের উদযাপন হিসাবে ক্লাব লনে পতাকা উত্তোলন করলেন সবুজ-মেরুন কর্তারা। টুফি তুলে দিলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খা। সেই আনন্দকে আরও দ্বিগুণ করে দিল মোহনবাগানের বিরাট জয়। শিল্পের প্রথম ম্যাচ। আর সেই ম্যাচে দল গঠন নিয়ে চিন্তা ছিলেন বাগান কোচ প্যান্যাজিওটিস দিলেমপেরিস। আপুইয়া, মনবীর

সিং, মেহতাব সিং, অভিষেক সিং, সাহাল আবদুল সামাদ, অনিরুদ্ধ খাপারা জাতীয় শিবিরে। এছাড়াও সমীর জেলকোভিচের মতো বিদেশি চোটের তালিকায়। এদিন প্রথম একাদশে জেমি

কোটালের ডুলের সুযোগ নিয়ে ড্রাজিচ বল বাডান অভিষেক সূর্যবংশীকে। দূরপাল্লার দুরন্ত শটে গোল করে সবুজ-মেরুনকে এগিয়ে দেন তিনি। ২৯ মিনিটে সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল শ্রীনিধিও। জেরির শট অনেকটা বাইরে চলে যায়। ৪৪ মিনিটে শুভাসিনের গুচ চলে আসে মিশুয়েলের কাছে। তাঁর বাড়ানো বল জালে পাঠাতে কোনও ভুল করেননি ছাংতা। বিরতির পর আরও ভয়ংকর মোহনবাগান। ৫২ মিনিটে ম্যাকলারেনের সেটার থেকে বল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে দুই ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে, গোলরক্ষক কমলজিকে পরাস্ত করে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন ছাংতা। পাঁচ মিনিট পর লিস্টন কোলাসো ও মিশুয়েলের যুগলবন্দির সুফল কাজে লাগিয়ে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন ছাংতা। এরপর একের পর এক বদল আনেন মোহনবাগান কোচ পানোস। ম্যাকলারেনের জায়গায় নামেন লি এরউইন। পরে মিশুয়েল ও ড্রাজিচকে তুলে নামানো হয় সুহেল ভাট ও বিসান নাসিরিকে। তাতেও সবুজ-মেরুনের গোলের উসবে ভাটা পড়েনি। ৮১ মিনিটে ছাংতের বাড়ানো বল কিয়ামে মাইনাস বিপক্ষের পায়ে লেগে সন্দীপ মালিকের সামনে আসে। ফাঁকা জালে বল পাঠিয়ে স্কোর লাইন ৫-০ করেন। মিনিটখানেক পরেই ছাংতের বাড়ানো বল থেকে লাফিয়ে হেড করে জালে পানান লি এরউইন। সবুজ-মেরুন জার্সিতে অভিষেক ম্যাচেই গোল পেলেন স্কটিশ তারকা। এই ম্যাচে মোহনবাগানের প্রাপ্তি ছাংতের হ্যাটট্রিকের সঙ্গে মিশুয়েলের বিচক্ষণ ফুটবল, এরউইনের পদে। সবুজ-মেরুনের পরের ম্যাচ নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে। তার আগে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নিলেন পানোসের ছেলেরা।

# হকিতে থাইল্যান্ডকে ২০ গোল ভারতের

## ৯ বার লক্ষ্যভেদে রেকর্ড দীপিকার

সংবাদ সংস্থা, আইটি-নাগোয়া, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ প্রতিপক্ষকে রীতিমতো গোলের মালা পরাল ভারতীয় মহিলা হকি দল। বুধবার এশিয়ান গেমসের পুল বি-র একপেশে ম্যাচে ২০-১ ব্যবধানে চূর্ণ হল থাইল্যান্ড। আর এই ধ্বংসলীলার মূল কারিগর ড্রাগ-ক্লিকার দীপিকা সেহরাওয়াতা। একাই ৯টি গোল করে গেমসের ইতিহাসে নয়া রেকর্ড গড়লেন ফর্মের তুঙ্গে থাকা তারকা। টানা তিন ম্যাচে দাপুটে জয় ছিনিয়ে পদকের পথে আরও একধাপ এগিয়ে গেল ভারত। ম্যাচের প্রথম মিনিট থেকে থাইল্যান্ডের ডিফেন্স নিয়ে কার্যত ছেলেখেলা চালায় ভারতের ফরোয়ার্ড লাইন। দীপিকার ৯টি গোলই এসেছে পেনাল্টি কর্নার থেকে। তাঁর নিখুঁত ড্রাগ-ক্লিকের সামনে থাই গোলরক্ষক ছিলেন শ্রেফ দর্শক। দীপিকার পাশাপাশি সমান ত্রাস সৃষ্টি করেন নবনীত কোর। একটি পেনাল্টি স্ট্রোক-সহ মোট চারটি গোল আসে তাঁর স্টিক থেকে। ধাপে ধাপে গোলের উৎসবে মেতে ওঠেন দলের বাকিরাও। ঋতুজা দাদাসো পিসাল করেন হ্যাটট্রিক। এছাড়া নেহা গয়াল, লালরেমসিয়ামি, সান্দ্বী রানা এবং অধিনায়ক সালিমা টেটে বল জালে জড়াতেই



স্কোরবোর্ডে ২০ গোলের অবিশ্রাস্য সংখ্যা জ্বলজ্বল করে ওঠে। প্রথমার্ধেই ১১-০ ব্যবধানে এগিয়ে ছিল ভারত। ম্যাচের ৫৭ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার ভেরিয়েশনে থেকে থাইল্যান্ডের হয়ে একমাত্র সাধুনাসূচক গোলাটি করেন সুপানসা সামানসো। সাম্প্রতিককালে ত্রেকআইএচি বিশ্বকাপে পঞ্চম স্থানে শেষ করেছে ভারত। সেই আত্মবিশ্বাস এশিয়াতে পুরোপুরি কাজে লাগাচ্ছে সালিমা টেটের দল। টুর্নামেন্টের শুরু থেকে চূড়ান্ত আগ্রাসী মেজাজ। প্রথম ম্যাচে উজবেকিস্তানকে ১৯-০ এবং দ্বিতীয় লড়াইয়ে ইন্দোনেশিয়াকে ১৭-১ গোলে উড়িয়ে দেয় ভারত। থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে বড় সাফল্যে পুল বি-র পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষস্থান মজবুত হল।

# ২৮ বছরের খরা কাটিয়ে এশিয়াতে রূপো জিলেন মীরাবাই চানু

সংবাদ সংস্থা, আইটি-নাগোয়া, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ অলিম্পিক্সে রূপো জিতেছেন। বিশ্বচ্যাম্পিয়ানশিপে সোনা এসেছে। কমনওয়েলথ

১৯৯৮ সালে ব্যাঙ্কক এশিয়াডে কর্ণম মালেশুরীর পর এই প্রথম ভারোত্তোলন থেকে ভারতের বুলিতে এল এশিয়ান গেমসের পদক। দীর্ঘ



গেমসের মধ্যেও বারবার উড়েছে তেরঙ্গা। কিন্তু টুফি ক্যাবিনেটে একটা শূন্যস্থান যেন বারবার উপহাস করত। এশিয়ান গেমসের পদক ছিল অধরা! অবশেষে সেই অসম্পূর্ণতা পূরণ করলেন মীরাবাই চানু। বুধবার জাপানের নাগোয়ান মহিলাদের ৪৯ কেজি বিভাগে রূপো জিতে ইতিহাস গড়লেন মণিপুরী-কন্যা।

২৮ বছরের অপেক্ষার উজ্জ্বল অবসান! মীরাবাইয়ের গোটা কেরিয়ারই আসলে একটা উড়ানের গল্প। বার্ষতা থেকে বারবার ফিরে আসার কাহিনি। রিও অলিম্পিক্সে চরম অসম্পূর্ণতা পূরণ করলেন মীরাবাই চানু। বুধবার জাপানের নাগোয়ান মহিলাদের ৪৯ কেজি বিভাগে রূপো জিতে ইতিহাস গড়লেন মণিপুরী-কন্যা।

ফিরতে হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু হাল ছাড়েননি। ৬২ বছর বয়সে, প্রতিযোগীদের মধ্যে বয়স্কৃতম হয়েও নাগোয়ার মধ্যে নেমে মীরাবাই বুঝিয়ে দিলেন, জেদ আর গুণবসায় থাকলে বয়স শুধুই একটা সংখ্যা মাত্র। এদিন ম্যাচে ৮৭ কেজি এবং ক্লিন অ্যান্ড জার্ক ১১১ কেজি-সব মিলিয়ে ১৯৮ কেজি ওজন তুলে রূপো নিশ্চিত করেন মীরাবাই। এই ইভেন্টে সোনা জিতে এশিয়াডে সোনার হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেছেন উত্তর কোরিয়ার রি সং-গুম। অন্যদিকে, ম্যাচ ও ক্লিন অ্যান্ড জার্ক মিলিয়ে মোট ১৯১ কেজি ওজন তুলে প্রথম পেয়েছেন ইন্দোনেশিয়ার উইজয়ানা লুলুক গিয়ানি দ্রি। চোট-আঘাত, হতাশা আর প্রত্যাশার প্রবল চাপ-গুম। ভারতীয় ক্রীড়ামহলের অন্যতম নির্ভরযোগ্য মুখ চানু। নাগোয়ার এই রূপো শুধু তাঁর ব্যক্তিগত বৃন্তই সম্পূর্ণ করল না, বিশ্বমঞ্চে ভারতীয় ভারোত্তোলনের ছবিটাও ফের একবার উজ্জ্বল করে তুলল।

# অচেনা সফট টেনিসে ভারতকে প্রথম এশিয়াড পদক জেতালেন জয় মীনা

সংবাদ সংস্থা, আইটি-নাগোয়া, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ ছোটবেলায় আর পাঁচটা সাধারণ ভারতীয় কিশোরের মতো তাঁর চোখেও ছিল ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন। মধ্যপ্রদেশের দেওয়াসের অলিতে গলিতে ব্যাট-বল নিয়ে কেটেছে শৈশব। কিন্তু

পাইওনিয়ার পাবলিক স্কুলে সফট টেনিসের কোর্ট যেন তাঁর জীবনের চিত্রনাট্যটিই বদলে দিল! প্রথমে নিছক কৌতুহল, তারপর কোর্টের ধারে দাঁড়িয়ে বল-বয় হিসেবে বল কুড়িয়ে দেওয়া। সেই কৌতুহল থেকেই জন্ম নিল ভালোবাসা, আর আজ সেই ভালোবাসাই ভারতের ক্রীড়া ইতিহাসে



তৈরি করল এক নতুন মাইলফলক। এশিয়ান গেমসের ইতিহাসে সফট টেনিস থেকে দেশকে প্রথম পদকটি এনে দিলেন বছর চব্বিশের জয় মীনা। বুধবার জাপানের নাগোয়ায় পুরুষদের সিঙ্গেলসের সেমিফাইনালে পৌঁছে ব্রোঞ্জ পদক নিশ্চিত করেছেন। কোয়ার্টার ফাইনালে ফিলিপিন্সের নুগুইট শেরউইনের বিরুদ্ধে জয়ের লড়াই ছিল আক্ষরিক অর্থে রুদ্ধশ্বাস। প্রথম গেমের ০-৪ ব্যবধানে হেরে গিয়েও দ্বিতীয় গেমের দারুণভাবে ফিরে আনেন তিনি। এরপর ফের পিছিয়ে পড়া, ফের ঘুরে দাঁড়ানো। ম্যাচ গড়ায় সাত পয়েন্টের টাই-ব্রেকারে। সেখানেও একসময় ৬-৫ ব্যবধানে পিছিয়ে

ভারতের নাম লিখিয়েছিলেন। আর এবার এশিয়াডের মধ্যেও সেই একই কীর্তি গড়লেন। মাত্র ১৪ বছর বয়সে সফট টেনিসের জন্মভূমি এই জাপানেই প্রথমবার খেলতে এসেছিলেন জয়। আজ তাঁর সেই তৃতীয় এশিয়াডেই রচিত হল ইতিহাস। স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া’র ‘টার্গেট এশিয়ান গেমস গ্রুপ’-এর অধীনে দীর্ঘ প্রশিক্ষণ এবং বিদেশি কোচের সাহায্য তাঁর এই সাফল্যের নেপথ্যে বড় ভূমিকা পালন করেছে। একসময়ের বল-বয় থেকে এশিয়াডে দেশের প্রথম পদকজয়ী-জয় মীনার এই উড়ান হয়তো আগামী দিনে আরও অনেক তরুণকে এই অচেনা খেলায় স্বপ্ন দেখতে শেখাবে।

# ইনফান্টিনোর সংস্কার প্রস্তাব নিয়েও সংশয় ও প্রশ্ন, গভীর সংস্কারের দাবি

ফিফার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া নিয়ে স্বাধীন পর্যালোচনার যে প্রস্তাব দিয়েছেন সভাপতি জিয়ানি ইনফান্টিনো, সেটি খোপে টিকছে না খুব একটা। বেশ কয়েকটি সদস্য সংস্থার উদ্বেগ প্রশমিত করতে ব্যর্থ হয়েছে প্রস্তাবটি। জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, সুইডেন এবং ওয়েলসের ফুটবল কর্মকর্তারা বলেনছেন, এই সংস্কার নেতৃত্বের গভীরতর সমস্যাগুলোর সমাধান করবে না।

সংবাদ সংস্থা, জুরিখ, ২৩ সেপ্টেম্বরঃ সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের দেখা সোমবারের এক চিঠিতে ২১১টি সদস্য সংস্থাকে ফিফার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার স্বাধীন পর্যালোচনার পাশাপাশি প্রশাসনিক সংস্কার নিয়ে আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছেন ইনফান্টিনো। বিশ্বকাপের স্বত্বসহ ফিফার বাণিজ্যিক কার্যক্রমের ২০ শতাংশ অংশীদারিত্ব বিক্রির প্রচেষ্টা। বার্থ হওয়ার পর তীব্র প্রতিক্রিয়ার জের ধরে তিনি এই প্রস্তাব দেন। আপসমূলক সূর ধরে ইনফান্টিনো আরও বলেন, তিনি ফিফার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করার বিষয়ে কনফেডারেশন, সদস্য সংস্থা এবং অন্যান্য অংশীদারদের সাথে আলোচনার প্রস্তাব দেবেন। মহাদেশীয় কনফেডারেশনগুলোর তীব্র বিরোধিতার পর গত জুলাইয়ে ফিফার বাণিজ্যিক স্বত্বের একটি অংশ বিক্রির প্রস্তাবটি বাতিল করা হয়। উয়েফা, এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন এবং কনকাকাকফ অভিযোগ করে যে, ফিফা যথাযথ আলোচনা ছাড়াই এই পরিকল্পনাটি এগিয়ে নিয়েছিল। এরপর থেকে ইনফান্টিনো তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছেন এবং ইউরোপীয় সংস্থাটি বর্তমান সভাপতির ওপর থেকে তাদের আস্থা হারানোর কথা জানিয়েছে। ইনফান্টিনো চিঠিতে আরও বলেন যে, বিভিন্ন প্রস্তাব বা প্রশাসনিক বিষয়ে সদস্য সংস্থাগুলোর অবস্থান ফিফার আচরণকে প্রভাবিত করবে না। ফিফার উন্নয়ন ও সংহতি কর্মসূচিগুলো বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ীই চলতে থাকবে। আগামী বছরের মার্চ মাসে পুনর্নির্বাচনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ইনফান্টিনো। তার প্রতিপক্ষরা অবশ্য তাকে চ্যালেঞ্জ করার মতো



ইনফান্টিনোর এখনও যথেষ্ট সমর্থন রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। ফিফা কাউন্সিলের সদস্য এবং জার্মানির ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বার্নড নয়েনডফ মদলবার বলেন, ইনফান্টিনোর এই চিঠি আসলে তার আরও একটি মেয়াদে ক্ষমতায় থাকার চালা। “জিয়ানি ইনফান্টিনো চিঠিটিকে আমি দেখছি আগামী বছর তার পুনর্নির্বাচন নিশ্চিত করার একটি স্বচ্ছ কৌশল হিসেবে। এখন মনে হচ্ছে, ফিফা স্বীকার করেছে যে, পরিবর্তন অপরিহার্য। তবে সংস্কার প্রক্রিয়ার নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ইনফান্টিনো একবারেই উপযুক্ত ব্যক্তি নন।

তিনি তার সমস্ত বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করেছেন। ডাচ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন এই উদ্বেগের প্রতিধ্বনি তুলে বলেছে যে, প্রস্তাবগুলোতে তাদের পূর্বে আহ্বান জানানো কিছু উপাদান থাকা সত্ত্বেও তা আস্থা পুনরুদ্ধার করতে পারেনি। ফিফার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এই অ্যাসোসিয়েশন গত মাসে ফিফাকে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে আমস্টারডামে একটি আন্তর্জাতিক শীর্ষ সম্মেলন আয়োজনের প্রস্তাব দিয়েছে এবং ২০২৭ সালের মধ্যে ইনফান্টিনোকে বদলানোর আহ্বান জানিয়েছে। ডাচ সংবাদ সংস্থা এএনপি’কে ডাচ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের একজন মুখপাত্র বলেন, “প্রস্তাবিত পদক্ষেপগুলো ফিফার অভ্যন্তরে সংস্কারের জন্য আমাদের আহ্বানের সাথে আংশিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বাস্তবে তা ঘটছে

কিনা, তা কার্যক্ষেত্রেই স্পষ্ট হবে। একই সঙ্গে, এই প্রস্তাবগুলোকে (জনসাধারণের) চাপ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা যায় না, এবং বর্তমান পরিস্থিতি ছাড়া এগুলো সামনে আসত না।” সুইডিশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সাইমন অ্যাস্ট্রুম প্রস্তাবটির কিছু অংশকে স্বাগত জানালেও বলেন, এটি প্রয়োজনীয় বৃহত্তর সংস্কারের তুলনায় অপার্থগ্য। “চিঠির বিষয়বস্তু আমরা দীর্ঘ সময় ধরে যা দাবি করে আসছি তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই উদ্যোগগুলো দেহিতে এসেছে এবং এর বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ অনেক আগেই বাস্তবায়ন করা উচিত ছিল।” অ্যাস্ট্রুম আরও বলেন যে, ফিফার নতুন নেতৃত্বের প্রয়োজন-এই ব্যাপারে সুইডেনের দৃষ্টিভঙ্গিতে চিঠিটির কোনো পরিবর্তন হয়নি। ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন অফ ওয়েলসের প্রধান নির্বাহী নোয়েল মুনিও চিঠিটিকে একটি বড় সংস্কার প্যাকেজ হিসেবে আখ্যায়িত করার বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। “এতে আসলে ফিফার স্বয়ং সংস্কারের কথা বলা হয়নি। এতে কৌশলগত প্রকল্প এবং উদ্যোগকে কেন্দ্র করে সংস্কারের কথা বলা হয়েছে।” পরিতাপ্তি বিরোধিতার পুনরাবৃত্তি করে মুনি বলেন, ফিফার উচিত বাইরের বিনিয়োগকারী খোঁজার পরিবর্তে সদস্য সংগঠনগুলোকে সমর্থন করার জন্য তার বিদ্যমান আর্থিক সম্পদ ব্যবহার করা। “এমন কাউকে নিশ্চয়ই খুঁজছেন না, যে কিনা খেলার অংশবিশেষ বিক্রি করে দেবে। বিশ্বকাপের জন্য বেসরকারি মূলধনের প্রয়োজন নেই।”

**পুরুলিয়া অযোধ্যা পাহাড় ভ্রমণের**  
**একমাত্র ভরসাযোগ্য ও নিরাপদ ঠিকানা**

# গীতাঞ্জলি ফরেস্ট রিট্রিট

**Vill : Tilaitanr, PO.: Kadampur, PS : Arsha, Beside Tilaitanr Water Tank, Ajodhya, Purulia, pin : 723201**

১. প্রাকৃতিক নিরিবিলি পরিবেশ আধুনিক ব্যবস্থা যুক্ত কন্টেক্স থাকার ব্যবস্থা।
২. অভিজিদের জন্য দেশী মুরগি, দেশী খাসির মাংস, পছন্দসই চাইনিজ আইটেম, বাঙালি খাবার পাওয়া যায়।
৩. গাড়ি- পিক আপ, সাইট সিংং, ড্রপ এর ব্যবস্থা আছে। সং ও অভিজ্ঞ ড্রাইভার গাইড করেন।
৪. স্থানীয় সংস্কৃতি - ছৌ নাচ, আদিবাসী নাছ, পাতা নাচ এর ব্যবস্থা আছে।

**8334826975/9875658238 gitanjaliforestretreat@gmail.com**

**CHECK IN: 10:00 AM & CHECK OUT: 9:00 AM**